স্মরণিকা

শারদোৎসব - ২০২৫

New Town AL Block Resident's Cultural Association

Registration Number S0027857 of 2022-23 dated 15.06.2022
under West Bengal Society Registration Act 1961

With Best Wishes From :

Jai Mata Di

YADAV ROADWAYS

S. N. Yadav
Mob.: 9062533151 | 7439200175

Office:
18/1, M.D. Road, 3rd Floor, Kolkata 700007

Fleet Owner, Lorry & Trailar
Supplier & commission Agent

সূচীপত্র

সভানেত্রীর কলমে	চিত্রানী ভট্টাচার্য	3
সম্পাদকীয়	শুভ্রদীপ চক্রবর্তী	5
কবিতা রাজনীতির ঘূর্ণিপাক	অমল কর	7
বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত	শান্তনু দত্ত চৌধুরী	8
Journalism - A Journalist's Perspective	Devesh Kumar Singh	13
অহংকারী চিতায়	বীথিকা মণ্ডল	15
অর্জুন কে শ্রীকৃষ্ণের পত্র	ড. সমিদ্ধ	17
মিনিস্ট্রি অফ ক্র্যাব	শ্রীমতি দেবী দাস	18
ঘাটশিলা সফর	ক্ষমা ভট্ট	21
হেমন্তের দুপুর	রিন সাহা	23
Members List of AL Block Resident's Cultural Association		29
গোয়ার কাহিনী	নিলয় সামন্ত	37
লেখার জন্য	রিনা গিরি	41
তাদের হাতে আজ ভারত জাগে	রূপা নন্দী	43
স্মৃতি সততই সুখের, যদি হয় শৈশবের	সোমা ঘোষ	45
হতে পারে কবির ভাব	সুমনা ঘটক	48
তুমি ও মেঘ	তুষার কান্তি সিকদার	48
পলাশ	সুপ্রতীক ভট্ট	49
বিজ্ঞানের নজরে দুর্গাপূজার নানান আচার	সুরজিৎ কুমার দাস	50
CRY OF DESPAIR	Dr. Rana Ray	53
The World Runs on AI — Don't Get Left Behind	Uday Sankar Mukherjee	54
Value Education : Need of the hour	Dr Kalyani Sarkar	55
ছলনা	মৌসুমী চৌধুরী	61
স্মৃতি রোমন্থন	লায়ন্স সুধাংসু মান্না	62
বিষন্ন বেণু	কৃষ্ণা মজুমদার ভৌমিক	63
মায়ের স্মৃতি তর্পণ	সুব্রত চৌধুরী	66
যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ	ড. প্রণব কৃষ্ণ চৌধুরী	68
Income & Expenditure and Balance Sheet of AL Block Resident's Cultural Association		71

With best compliments from :

Construction Engineering Services™

258/4, A.P.C. Road, 3rd Floor,
Kolkata - 700 006
Tele : 033 2360-8732
Mobile:+91-9831177676
E-mail: constructionengineeringservice@gmail.com

Consultant, Specialist in Structural Repair
&
Waterproofing works.

সভানেত্রীর কলমে

"শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে"

দুর্গাপুজা মানেই রোদ ঝলমলে নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা, দুর্গাপুজো মানেই মাঠে মাঠে ফুটে থাকা কাশফুল, শিউলি গাছের তলায় ভোরবেলায় ঝরে পড়া শিউলিফুল। প্রতিটি ঘরে ঘরে তখন পূজোর আনন্দ উপভোগ করবার অপেক্ষা।

দুর্গাপুজো হিন্দুদের প্রধান উৎ সব, মা দেবী দুর্গার মহিষাসুরকে বধ করে শুভ শক্তির জয় ও অশুভ শক্তির বিনাশকে স্মরন করে। দুর্গাপুজো একটি মিলনমেলা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক বিশাল মেলবন্ধন। এই উৎ সবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা ও চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। প্রচুর মানুষের রুজিরোজগারের সংস্থান হয়।

এই বছর এ এল ব্লক রেসিডেন্টস্ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চতুর্থ বৎ সরের দূর্গাপুজা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়েছে। পঞ্চমী থেকে দশমী ব্লকের আবাসিক বৃন্দের উৎ সাহ ও উদ্দীপনার কোনও অভাব ছিলনা। প্রত্যেকে মিলেমিশে এই পূজোকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

দুর্গাপুজা একটি সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় পূজার উদ্বোধন হয়। ঐ দিন থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু হয়। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ব্লকের ছোট বড়ো আবাসিকদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পংক্তি ভোজের আয়োজন ছিল। সবথেকে আনন্দের খবর এই বছর আমাদের ব্লকের মুকুটে দুটি পালক অর্থাৎ দুটি পুরস্কার যুক্ত হয়েছে।

দুর্গাপুজা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎ সব। পূজোর কটা দিন সকলে মিলে মিশে আনন্দ করে কাটাবো এই চিন্তা মনের মধ্যে রেখে আগামী দিনের পথচলাকে আরও মসৃন করে তুলবো। ব্লকের ছোটোবড়ো সকল অধিবাসীবৃন্দের সহযোগীতা না থাকলে এত সুন্দর ভাবে পূজো সম্পন্ন করা সম্ভ ব হতো না। সকলকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ধন্যবাদান্তে

চিত্রানী ভট্টাচার্য

সভানেত্রী

নিউটাউন এএল ব্লক রেসিডেন্স কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন

With Best Wishes From

PRADHAN LEGAL ASSOCIATES

Kaushik Pradhan (Advocate)

4, Government Place
Kolkata- 700001

also at

FD 440, Ground Floor ,
Sector- III, Kolkata - 700106.
Ph No: 9748865491

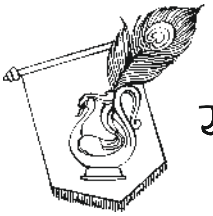

সম্পাদকীয়

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার 'পরে,
সকাল বেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে।

....

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয় দেখি যে ছুটির ছবি –
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই পূজার দিনের রবি।

বিশ্বকবির কাব্যের ছন্দে ছোটবেলা থেকে শরৎ এলেই বাঙালির মনে বেজে ওঠে আগমনীর সুর। সাদা কাশফুল আর নীল আকাশ জানান দেয় মা আসছেন। এই আনন্দ কেবল ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি এক বিশাল সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এই উৎসবকে বিশ্ব দরবারে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে, প্রতি বছর উৎসবের এই চিরাচরিত আবহের সঙ্গে মিশে যায় সমসাময়িক ভাবনা ও নতুন নতুন শিল্পকলার বৈচিত্র।

প্রতিবছরের মতো এইবারও এ এল ব্লক রেসিডেন্ট কালচারাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চতুর্থ শারদোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গতবছরের ভুল ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্লকের অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় শুদ্ধ ধর্মীয় উপাচারের মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে এই বছরের দুর্গামায়ের আরাধনা সম্পন্ন হয়েছে। এরসাথে ছিল ব্লকের আবাসিকদের দ্বারা সংগঠিত উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্যভাবে পূজো পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতার জন্য আমাদের পূজো এইবছর পুরস্কৃত হয়েছে। এককথায় আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পুণ্যভূমি হয়ে উঠেছিল আমাদের শারদোৎসব।

বিগতদিনে আমরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্লকের স্বার্থে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সম্পাদনা করেছি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্লকের কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছে ব্লকের অধিকাংশ আবাসিকের দানের দ্বারা। ব্লকের আবাসিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বৃক্ষরোপণ এবং প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ। বহু প্রতিক্ষিত চিলড্রেন এন্ড সিনিয়র সিটিজেন পার্কের কাজও শুরু হয়েছে। আমাদের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল আবাসিকের মধ্যে নিবিড় বন্ধন। বিশ্বে তথা দেশে এক অদ্ভুত ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সামাজিক সৌভ্রাতৃত্ব, শান্তি এবং সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত চলছে। নতুন শহরে আমরা আমাদের পারস্পরিক বন্ধন আরো দৃঢ় করে তুলি এই হোক দুর্গা মায়ের কাছে আমাদের অঙ্গীকার।

দুর্গাপুজা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই ক'টা দিন সবাই মিলেমিশে আনন্দ করি। নানা থিম, আলো, আর মানুষের ভিড়ে আমাদের প্রাণের শহর কলকাতা এক অন্য রূপ নেয়। এই উৎসব আমাদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং বিসর্জনের বিষাদের মাঝেও আগামী বছরের নতুন আশার সঞ্চার করে। এই শারদীয়াতে সবার জীবন আলোয় ভরে উঠুক, এই আমাদের কামনা।

ধন্যবাদান্তে

শুভ্রদীপ চক্রবর্তী

সম্পাদক

নিউটাউন এএল ব্লক রেসিডেন্স কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন

With best compliments from :

Smrity

Construction Ltd.

With best compliments from :

SRS Advisory

Pvt. Ltd

With best compliments from :

Shivam Health

Care Services

With best compliments from :

ABHISHEEK

225/28/2, Upen Banerjee Road, Kolkata-700060
Contact : 033-24017985, 24013846, 9830079683 (O)
9830584152 (Abhisheek)
9732513522 (Ashim)
9734858772 (Arunava)
Whatsapp :9830079683 / 8697474030

রাজনীতির ঘূর্ণিপাক

অমল কর

রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে
যদি একবার পড়ো,
বুঝতে পারবে দুনিয়াটা
কত খানি বড়ো।

ধাপ্পাবাজি আর মিথ্যাচারে
দেশ গিয়েছে ভরে,
সুঁড়ির সাক্ষী মাতাল রবে
দূর্নীতির এই জ্বরে।

কালকে যে ছিল লাল
আজ সে হয়েছে নীল,
সব সময়ই জার্সি বদল
ক্ষমতায় সুখ অনাবিল।

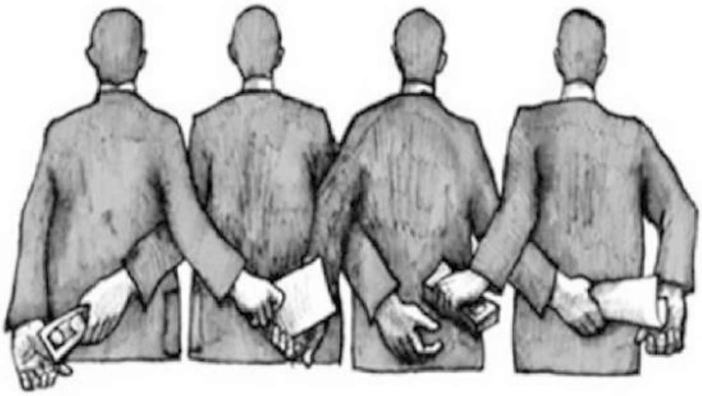

খেলার মাঠে হচ্ছে বেটিং
রাজনীতিতে সেটিং,
ডিজিটালে চলছে চ্যাটিং
দিকে দিকে জাল ভোটিং।

বোধগম্য যদি না হয়
টানবে কলুর ঘানি,
অসময়ে কেউ রবে না
ঝরবে অশ্রু পানি।

ঠকছি আমি ঠকছো তুমি
ঠকছে ভারতবাসী,
রাজনীতির কারবারিরা
হাসছে অট্ট হাসি।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

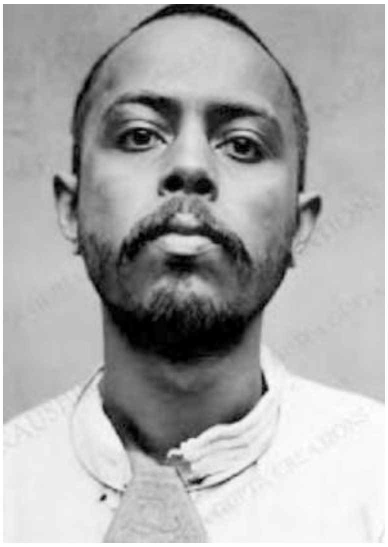

উল্লাসকর দত্ত বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী গুপ্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনের একজন দুঃসাহসিক নায়ক। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেরিয়া মহকুমার কালিকচ্ছ গ্রামে। শিক্ষিত পরিবার। বাবা দ্বিজদাস দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পরে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। মেধাবী ছাত্র উল্লাসকর ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের প্রফেসর রাসেল বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে মন্তব্য করায় উল্লাসকর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে ১৯০৮ সালের ২ মে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির আরো অনেকের সঙ্গে অস্ত্রসহ উল্লাসকর গ্রেপ্তার হন। এই মামলাই বিখ্যাত মানিকতলা বা আলিপুর বোমার মামলা। সেশন কোর্টের বিচারে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভাই) ও উল্লাসকর দত্তর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাঁর হয়ে মামলা লড়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হাইকোর্টে আপিলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এঁদের সঙ্গে ওই মামলার আর যে সকল বিশিষ্ট বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর হয় তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ইন্দুভুষন রায় প্রমুখ। এঁদের ১৯০৯ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে আসা হয় এবং এই কুখ্যাত জেলে তাঁরাই প্রথম রাজবন্দীদের দল। ওই সময় এই সেলুলার জেলের কুখ্যাত জেলার ছিলেন ডেভিড বেরি। এর অত্যাচারের কাহিনী অনেক বিপ্লবীই তাঁদের স্মৃতিচারণে লিখে গিয়েছেন।

সেলুলার জেল নির্মিত হওয়ার পর প্রথমে দেশ থেকে ফৌজদারী অপরাধে (Criminal offence) দণ্ডিত আসামিদের এখানে এনে বন্দী করে রাখা হত। মানিকতলা মামলার বন্দীদের পরে ১৯১০ সাল থেকে এখানে পর্যায়ক্রমে দ্বীপান্তরিত হয়ে আসেন ঢাকা ও বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত অনুশীলন সমিতির নেতা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ পুলিনবিহারি দাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), শশাঙ্ক হাজরা,

মদনমোহন ভৌমিক, বীরেন চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১৯১১ সালে বন্দী হয়ে আসেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ১৯১২ সালে বন্দী হয়ে আসেন পাঞ্জাবের ও প্রবাসের গদর পার্টির বিপ্লবীরা। এই প্রথম পর্যায়ের বন্দীদের ১৯২১ সালে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় ও অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। অনেকে মুক্তি পেয়ে আবারও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন।

পাঞ্জাব ও বাংলার কিছু বিপ্লবী ছিলেন অকুতোভয়। তাঁরা জেলারের অন্যায় সিদ্ধান্ত অমান্য করতেন। ফলে তাঁদের গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।। উল্লাসকরের ওপর অত্যাচারে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। তাঁকে ১৯২০ সালে মাদ্রাজ জেলে পাঠানো হয়। কিছুটা সুস্থ হবার পর তাঁকে ছাড়া হয়। কিন্তু ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে আবারও ১৮ মাস কারাবন্দি ছিলেন। আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। খুবই অগোছাল ও অবিন্যস্ত জীবন যাপন করেছেন। ১৯৪৮ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি বিখ্যাত দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের বিধবা কন্যা লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। দেশভাগের পর ১০ বছর ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে দেশের বাড়িতে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে অসমের বরাক উপত্যকার শিলচরে চলে আসেন। এখানেই ১৯৬২ সালে তাঁর স্ত্রী লীলাদেবী ও ১৯৬৫ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়। কলকাতা ও শিলচরে তাঁর নামে দুটি রাস্তা আছে। বাংলাদেশে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি এখনও আছে।

ইতিহাসের মিথ্যা ভাষণ

আমি ২০০৩ সালে আন্দামান গিয়েছিলাম। তখন গভীর আগ্রহ নিয়ে দুদিন সেলুলার জেল দেখেছি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সেলুলার জেলের

Light and Sound প্রোগ্রামটি দেখি। এই প্রোগ্রামটি দেখে আমি গভীর ভাবে হতাশ হই। এটি দেখলে মনে হবে আন্দামান সেলুলার জেলের ইতিহাস ও সাভারকরের গৌরবকীর্তন সমার্থক। বাংলা ও পাঞ্জাবের যথাক্রমে ৪০৬ এবং ৭৫ জন বীর বিপ্লবী যে এখানে বন্দি ছিলেন তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয় না। এই জেলে ঢোকার মুখেই সাভারকরের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মূর্তি বসানো হয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্টের নাম করা হয়েছে সাভারকরের নামে। এ সবই করা হয় ১৯৯৮ সালের পর।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের মহারাজ পরম শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী যাঁর কারাবাস ৩০ বছর তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয়নি আজও।

উল্লাসকর দত্ত প্রসঙ্গে আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি ও আমার উত্তর

কোন্নগর থেকে শুভমানস ঘোষ লিখেছেন তিনি অতিসম্প্রতি গত ৬ মে (২০১৭) সেলুলার জেলে " লাইট এন্ড সাউন্ড " শো"টি দেখেছেন

("উল্লাসকর দত্ত ", সম্পাদক সমীপেষু , ১৪-৬)। ঐ শো'তে বলা হয়েছে "তিনি (উল্লাসকর দত্ত) জেলের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাগল সেজে

গিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন বন্দীদের প্রতি সহৃদয় এক ইংরেজ ডাক্তার"। ঘটনাটা সত্য কি না শ্রীঘোষ তা জানতে চেয়েছেন।

প্রথমেই জানাতে চাই বিপ্লবী উল্লাসকর সম্পর্কে যা ঐ শো'তে বলা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর সহবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "নির্বাসিতের আত্মকথা" পড়লেই তা জানা যাবে।

উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন "জেলে প্রচণ্ড অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁদের জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠানো হয়। মাটি কাটা,কাঠ কাটা ,রাজমিস্ত্রির কাজ।আট ঘণ্টা রোদে পুড়ে ,জলে ভিজে কাজ করতে হত।আন্দামানে বছরে সাত মাস বর্ষা।জেলে তবু আশ্রয় ছিল।এখানে তাও নেই। সামান্য খোরাকি তাও চুরি হয়ে বাইরে বিক্রি হয়ে যায়।জঙ্গলে জোঁক ও পোকা।" উপেন্দ্রনাথ ওই গ্রন্থেই লিখেছেন 'রোগীর জন্য জেলের বাহিরে চারিটি হাসপাতাল;সেগুলি বাঙালী Asst. Surgeon-এর তত্বাবধানে বলিয়া চীফ কমিশনার কর্নেল ব্রাউনিং আদেশ দিলেন যে, আমাদের অসুখ হইলে আমরা সে সমস্ত হাসপাতালে যাইতে পারিব না;আমাদিগকে জেলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বিছানা ও থালা-বাটি ঘাড়ে করিয়া পাঁচ-সাত-দশ মাইল হাঁটিয়া আসা বড় সুবিধার কথা নয়।.................

উল্লাসকরকে রৌদ্রে ইঁট তৈয়ার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালে যিনি Junior Medical Officer তিনি বলিলেন যে, উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের কথা গোরা Overseer সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন ?উল্লাসকরকে সেই কার্যেই বহাল রাখা হইল। ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়।সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন। তাঁহার সাত দিন দাঁড়া হাতখড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাত দিন আর পূর্ণ হইল না।প্রথমদিনই বেলা সাড়ে চারটার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছেন। ...... রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে।প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার,তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত' (সমগ্রন্থ, পৃ.৯৪-৯৬)।

উল্লাসকরকে ১৯১৩ সালে মাদ্রাজ জেলে নিয়ে আসা

হয়। চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হন। মুক্তি পান ১৯২০ সালে।১৯৩১ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৮ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। এই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস।

শুভমানস বাবু লিখেছেন , 'এমন কাউকে "বীর" প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়েই' বাঙালী বিপ্লবীদের আপোসকামী বলে সুকৌশলে শ্রোতাদের কাছে বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

ওই সময় জেলের ভিতর সাভারকরদের মনোভাব কি ছিল? উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মারাঠী নেতাদের মতে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটি কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন "বঙ্গ আমার জননী আমার" সেইহেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন আর্যসমাজী নেতা বাঙালী-বিদ্বেষ বশতঃ একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরাজ গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বসঘাতক। এরূপ যুক্তির পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালী-বিদ্বেষের ভাবটা কিছুটা বেশী প্রবল....। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত--ইহাই তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্বল ও ভীরু - একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মতো মানুষ--নানা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।'

"নির্বাসিতের আত্মকথা" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আশ্চর্য বই হয়েছে। এরকম বই বাংলাতে কম পড়েছি"। আশা করি সঠিক ইতিহাস এই বইটি থেকে পাওয়া যাবে।

With best compliments from :

S. L. ENTERPRISE

With best compliments from :

M. N. ENTERPRISE

All kinds of Building Materials
&
General Order Supplier

Vill : Thakdari P.O. : Krishnapur
P.S. : New Town, Kolkata-700102

With best compliments from :

JANANI ENTERPRISE

All kinds of Building Material
&
General Order Supplier

Vill : Solanguri, Dakshin Para,
Gauranga Nagar, Kolkata-700159

With best compliments from :

ADITYA SANITATION

C.R.I Submersible Pump

Sandeep Singh

SUPRIM UPVC & PVC
S.W.R PIPE FITTING

Mob. : 9903446877 | 6290615007
ADARSHA PALLY, JAGATPUR,
(SIMULTALA). KOL-700159

Journalism - A Journalist's Perspective

Devesh Kumar Singh

The society now lives in an era where viewership seemingly outweighs the importance of relevant content and its accuracy. Journalism, once the torchbearer of truth and integrity, is now slowly drifting away from the purpose it was meant to serve. The primary reason? Capitalization and commercialization of Indian TV news. In the bubble that we live in, the primary defining factor for any TV news channel is the TRP or Television Rating Point it receives. The modern-day news mafia does not realize that a viewership-based model can never define the essence of journalism. Media, the fourth pillar of democracy, was never meant to be a profit-driven enterprise in the first place. Its role was to inform a democratic state's citizens with credibility.

What was once meant to be a bridge between the government and the people is now serving entertainment in the form of heated debates and dramatic news narration. Once supposed to be an impartial source of information, the media is now a money-making industry that feeds the top businessmen, especially in a country like ours. Journalism should ideally play a crucial role in upholding the integrity and transparency of a sovereign state. Its responsibility is not to sensationalize or blindly criticize but to analyze the state's actions to give unbiased information.

The focus now, however, has shifted drastically. The primary objective now is to attract maximum viewership rather than informing the masses. Sensationalism, bias and entertainment-driven narration are

gradually overshadowing credible journalism. There remain a few exceptions that value truth over trends, but their numbers keep diminishing by the day.

What needs to change? Indian journalism needs introspection to realign itself with the purpose it was once meant to serve. The country and its people need time to understand how to value accurate information over entertainment. The revival can only occur when our country's reputable media institutions take their vision beyond financial gain. Redefining goals, emphasizing integrity and putting public service atop the priority list is the only way journalism can reclaim its rightful place as the cornerstone of democracy.

***A note for the readers*:** A country is built by its people. We hold immense power, and it is time to realize it and use our rights responsibly. We, as readers or viewers, must move on from entertainment-based news and shift our focus to sources that focus primarily on credibility and accuracy.

অহংকারী চিতায়

বীথিকা মণ্ডল

অচল হবে যেদিন শরীর
থাকবে না পেশীর বল
ঘরের কোনায় পড়বে শুধুই চোখের জল।

সুখের স্মৃতির আবেশে
নয়ন মাঝারে উঠবে ভেসে,
আজি মৃত্যুর পথযাত্রী আমি,
হৃদয় স্তব্ধের শেষ নিঃশ্বাস।
তবুও যেতে হবে বিদায় বেলা।
যত হিংসা যত ক্রোধ যতো অর্থ অহংকারের আস্ফালন
,
ধন সম্পদ রইলো পড়ে থাকলো না লজ্জারও বসন।
যত্নের এই দেহখানি চিতায়, পুড়ে যে হলো ছাই,
নিভিল চিতা বাজলো খোল বল হরি বল।
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বোঝে না সে আকার,
একদিন উঠতে হবে এ চিতায়,
তবে কিসের এত

অহংকার ....
অহংকার....
কেনো অহংকার ??

with Best Compliments From :

L. K. BUILDERS

Engineers & Govt. Contractors

24/2A, JESSORE ROAD, KOLKATA-700 028
Phone : 033-25112069 033-25112657
E-mail: lkbuildersjkb@yahoo.in

with Best Compliments From :

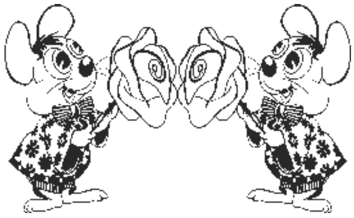

Modern Decorating

76, Sarat Bose Road, Kolkata - 700025
Mobile : 9874556666

অর্জুন কে শ্রীকৃষ্ণের পত্র

ড. সমিদ্ধ

হে বন্ধু অর্জুন,

কতদিনের সখা তুমি, অথচ আর হল না দেখা। টিভি তে মহাভারত নিয়ে সেই কবে লম্বা serial হয়ে গেলো, সেটা দেখতে দেখতে খুব মনে পড়ছিলো তোমার কথা। আহা! গাণ্ডীব হাতে তুমি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তে শরক্ষেপণ করছো, কী তার সৌন্দর্য, কী প্রগাঢ় পৌরুষের দীপ্তি!! সবই serial এ দেখলাম। খুব দুঃখ হচ্ছিলো জানো? রথের driver হওয়ায় একবারের জন্য ও তোমাকে সরাসরি দেখতে পেলাম না।।

তবে, আমার গর্ব হয় তোমার জন্য। পিতামহ কে শরশয্যায় একেবারে শুইয়ে ছাড়লে! মহারথী কর্ণ ও তোমার কাছে হেরে ভূত। আর ওই কে একজন একলব্য তোমার সমান হতে চেয়েছিলো, তাই দ্রোণাচার্যের কাছে বায়না করে তার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল টাই গুরুদক্ষিণার নামে উড়িয়ে নিলে। দেখো, সবাই বলে ছলে বলে কৌশলে তুমি নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কিন্তু আমি তো তোমারই পাশে ছিলাম সবসময়। জীবনে কিছু পেতে গেলে যে বাঁকা পথ ধরতে হয়, সেই কবে তুমি সেটা শিখে ফেলেছিলে। আর এখন দেখো, পৃথিবীতে সবাই তোমার দেখানো পথটাই ধরেছে। তাই তুমি আমার কাছে সর্বকালের সেরা বীর।

শুধু একটা কথা তোমাকে বলতে পারি নি লজ্জায়। এতদিন পরে বলছি। পুরো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমি তোমার রথের সারথি হলাম, রথের মিটার এ বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার। কিন্তু মাইনে টাই বাকি রয়ে গেছে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে রাধার fast food এর বায়না সামলাতে নিত্যনতুন restaurant. শুধু তো রথ চালিয়েই অভ্যেস, এখনকার কী সব গাড়ি, সেগুলো আবার টোটো, অটো, মানুষের ভীড়ের মধ্যে চালানো, হাতে কাজ নেই। তাই একটু বলছিলাম ....মাইনের সঙ্গে....... স্বর্গের হারে DA।

ইতি। কৃষ্ণ

মিনিস্ট্রি অফ ক্র্যাব *

শ্রীমতি দেবী দাস

Ministry of Crab -- কাঁকড়া মন্ত্রণালয়। ভাবছেন এ আবার কী? কাঁকড়া দেরও আবার অফিস, দপ্তর হয় নাকি! অর্থ মন্ত্রণালয়, গৃহ মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইত্যাদি তো খুবই পরিচিত সরকারি দপ্তর।

মিনিস্ট্রি অফ ক্র্যাব কিন্তু কোন দপ্তর তো নয়ই বরং এটা আদ্যোপান্ত এক রেস্টুরেন্ট, যেখানে বিখ্যাত মাড ক্র্যাব পাওয়া যায় বিভিন্ন সাইজের, যেমন half kilo, small, medium, large, XL, Kilo, Jumbo, Colossal, Omg, Crabzilla। তবে শুধু কাঁকড়া নয়, অন্য সি ফুডও পাওয়া যায়। শুধু কাঁকড়ার পদ তো খাওয়া যায় না, তাই ভাত বা রুটিরও (ব্রেড) ব্যবস্থা আছে।

কতো বিচিত্র এবং রকমারি কাঁকড়া যে পাওয়া যায়! সাইজ, ওজন এবং প্রথম দর্শনে ভয়ও লাগতে পারে। কেউ জ্যান্ত কাঁকড়া অর্ডার করতে পারে, যেগুলো কাঁচের শোকেসে রাখা থাকে। সেখান থেকে পছন্দ করতে হয়। অতঃপর শেফ বিভিন্ন রান্নার পদ তৈরী করে গ্রাহক দের টেবিলে পরিবেশন করেন। সেক্ষেত্রে রেডিমেড খাবার পাওয়া যায় না, অপেক্ষা করতে হয় অন্তত দুই ঘণ্টা।

ওয়েবসাইটে ঢুকে অগ্রিম booking করা যায় (ওয়েবসাইট www.ministryofcrab.com)। আমরা সকালে গিয়ে booking করেছিলাম রাতের জন্য। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল টেবিলে গরম খাবার পরিবেশনের জন্যে।

খাবার টেবিলেও চমকের পরে চমক। প্রথমেই প্রত্যেক গ্রাহক কে বাধ্যতামূলক কালো এপ্রন পরতে দিয়েছিল সঙ্গে ছোট একটা টুল প্যাক। এর মধ্যে সব ছোট ছোট যন্ত্র দিয়েছিল যা ডেন্টিস্টের কাছে দেখা যায়। এগুলো কাঁকড়ার শক্ত খোল কাটতে বা ভাঙতে বা খোঁচাতে সাহায্য করে। এরপরে দেখি প্রত্যেক টেবিলে একটা করে খালি মাঝারি মাপের গামলা রাখা আছে আর খাবার প্লেট সব যেমন হয় আর কী! ওয়েটার কে প্রশ্ন করে জানলাম খালি গামলা গুলো রাখা আছে খাওয়ার পরে কাঁকড়ার উচ্ছিষ্ট ফেলার জন্য। সত্যিই দেখলাম খাওয়ার পরে গামলা গুলো উপচে পরছে।

এরকম রেস্তোরায় আমরা ডিনার টেবিল বুক করেছিলাম গত জানুয়ারীর এক সন্ধ্যায়। অদূরেই ভারত মহাসাগর। আমরা ছোট কাঁকড়া (যা আমাদের স্থানীয় বাজারেও পাওয়া যায়) দিয়ে তৈরী কিছু উপাদেয় পদের অর্ডার করেছিলাম, যা আমরা ভাতের

সঙ্গে খেয়েছিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগেছিল খাওয়া শেষ করতে।খাওয়ার পরে যখন বিল পেলাম, তখন তো চোখ ছানাবড়া। তিন জনে এক রাতে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা খেয়ে ফেললাম। যখন প্রায় ভাবতে শুরু করেছি যে ক্যামেরা, ঘড়ি শুধু জমা করলে হবে না, তিন জন মিলে বিদেশের এই হোটেলের এঁটো বাসন মাজতে হবে কিনা, তখনই ভুল ভাঙলো, বিল ছিল স্থানীয় মুদ্রায়, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এরপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এরকম মনোমুগ্ধকর খাওয়ার পরে লম্বা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে হোটেলে ফিরে এলাম। আরে, পরের দিনই তো আমাদের ভারতে (বেঙ্গালুরু) ফেরার কথা।

আরে যাহ! এতক্ষণ তো বলাই হয় নি এই অদ্ভুত রেস্টুরেন্ট কোথায় অবস্থিত! বেশি দূরে না। পড়শী দেশ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর পুরনো ডাচ হসপিটাল কমপ্লেক্সে। ২০১১ সালে শ্রীলঙ্কার তিনজন বিখ্যাত মানুষ এটির প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত শেফদর্শন মুনিদাসা সঙ্গে আরো দুই বিখ্যাত ক্রিকেটার, আমাদের, বিশেষ করে ক্রিকেটপ্রেমীদের অত্যন্ত পরিচিত মাহেলা জয়াবর্ধনে এবং কুমার সাঙ্গাকারা। ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এশিয়ার প্রথম ৫০ টি রেস্টুরেন্ট এর মধ্যে নাম ছিল।

কীভাবে যাবেন?

তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম থেকে লঞ্চে যাওয়া যায়। আমরা অবশ্য বেঙ্গালুরু থেকে আকাশ পথে গিয়েছিলাম, সময় লাগে মাত্র দেড় ঘণ্টা। ভারতীয় নাগরিকদের ভিসার কোন ঝামেলা নেই, নিঃশুল্ক ভিসা, যা অনলাইনে উপলব্ধ। অন এরাইভ্যল ভিসাও পাওয়া যায়।

রাবনের দেশ বলে পরিচিত শ্রীলঙ্কার মানুষ খুব ভদ্র, সদা হাস্যময় এবং অতিথি পরায়ন। ভাষার কোন সমস্যা নেই, বেশিরভাগ মানুষই ইংরিজি বোঝে বা বলতে পারে। বছরের যে কোনো সময়ই যাওয়া যেতে পারে, তবে বর্ষাকাল এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

With best compliments from :

Gorkha Securities

With best compliments from :

Apex Medline Service

With best compliments from :

Indian Cleaners

With best compliments from :

OMSYS INDIA

78/13B, Block 'E', New Alipore
Shibnath Sastri Sarani, Kolkata-700053
email : omsys.india@hotmail.com
web : www.omsysindia.in
Ph : +91-33-3510 7281 / 9830252551

Authorised Stockist :
Finar, Merck, Themofisher, Sigma-Aldrich Millipore, Alfa-Aesar, Avra, Acros, BLD Pharm, Supertek, Abdos

ঘাটশিলা সফর

ক্ষমা ভট্ট

হঠাৎ এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমেই জানলার দিকে চোখ গেল, দেখলাম দু'দিকে সারি সারি গাছ চলে যাচ্ছে। পরিষ্কার নীল আকাশ, চওড়া হাইওয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি। মনে পড়ল, ভোর চারটের সময় উঠে চা খেয়ে ব্যাগপত্র সব নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম। পথে যেতে যেতে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই। এখন অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি খুব ভালো লাগছে।

একটু পরেই একটা ধাবায় গিয়ে চা খেলাম। তারপর আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। অনেকটা পথ চলে এসেছি। মোবাইলের ঘড়িতে দেখলাম, দশটা বাজে। আর আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যস্থলে বুড্ডু রিসোর্টে।

অবশেষে পৌঁছলাম বুড্ডু রিসোর্টে। বিরাট বড় গেটের দরজাটা খুলে দিল গেটকিপার, আমাদের আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাল। গাড়ি চলে গেল আমাদের কটেজের সামনে। চারদিকে গাছপালা দিয়ে ঘেরা সুন্দর প্রকৃতি, কটেজের সামনে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

আমরা ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্টের দিকে গেলাম। সেখানে ছিল আরেক সৌন্দর্য অনেক মুনিয়া পাখির খাঁচা। পাখিদের দেখে খুব ভালো লাগছিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে খাবারের টেবিলে বসলাম। মেনুতে ছিল আলুর পরোটা, দই, লুচি, ছোলার ডাল, ব্রেড ওমলেট সবই খুব অল্প তেলে তৈরি, একেবারে সুস্বাদু।

খাওয়া শেষে কটেজে ফিরে বিশ্রাম নিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। ড্রাইভারকেও একটু বিশ্রাম নিতে দেওয়া হলো। সাড়ে তিনটার দিকে ঘুম ভাঙল। চারপাশে একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে নিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল।

সন্ধেবেলায় পার্কে একটু ঘুরলাম। তারপর খাবারের জায়গায় গিয়ে গরম গরম চা আর পেঁয়াজ পাকোড়া খেলাম, খুব আনন্দ করে। পার্কে কাঠের দোলনা ছিল, অনেকক্ষণ দোলনায় চড়ে মজা করলাম। তারপর কটেজে ফিরে গান-বাজনা হলো।

রাতের খাবারের সময় এলো। অর্ডার দিলাম ভাত, রুমালি রুটি, চিকেন কারি, ভেজ সবজি, পনিরের সবজি, আলু ভাজা, সাথে চাটনি আর পাপড়। খাবারগুলো একেবারে দারুণ লেগেছিল। আমরা তিনটি কটেজ নিয়েছিলাম সবাই নিজের মতো শুয়ে পড়লাম, কারণ পরের দিন ভোরে উঠতে হবে।

তবে যথারীতি ভোরে উঠা হলো না! ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সাতটা-সাড়ে সাতটা বাজে। তারপর চা খেলাম। চায়ের সাথে ওরা ব্রেড, কলা আর সেদ্ধ ডিম দিয়েছিল। ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফুলডুংরি পাহাড়ের দিকে।

জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি পথে গাড়ি করে অনেকটা পথ অতিক্রম করলাম। এরপর পৌঁছলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। বড় বড় শিলা রয়েছে নদীর উপর, নদীটা শান্ত আর সুন্দর। চারদিক ঘুরে দেখলাম, অনেক ছবি তুললাম। তারপর আবার গাড়িতে উঠে বসলাম।

এবার আমাদের ফেরার পালা। একদিনের ঘাটশিলা সফর আমরা দারুণভাবে উপভোগ করলাম। আমাদের রিসোর্টের কিছু ছবি আমি এখানে শেয়ার করব। তোমরাও একবার ঘুরে আসো ঘাটশিলা খুব সুন্দর জায়গা। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, তোমাদেরও ভালো লাগবে!

হেমন্তের দুপুর

রিন সাহা

বাগানটা গিয়েছে হারিয়ে

ইট পাথরের জঙ্গলে ঘিরে

দোয়েলটা এসেছিলো ফিরে।

মাথার ওপরে খোলা আকাশ

হেমন্তের হাওয়া করছে খেলা,

আমার জানালার নিচে দোয়েলটা ঠোঁট নাড়ে

বলে-বাগানটা দিয়েছ মিশিয়ে বাড়ির পাহাড়ে---

গান তবু রয়েছে আমার ঠোঁটে।

আমার বারান্দার টবে

নিঃশব্দে দোল খায়

ঠোঁট ফুলিয়ে চলে যায়,

দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়।

With Best Compliments From

SCIENTIFIC TRADERS

Deals in Medicines Drugs
&
Chemical Equipments

76/9A (229) Rishi Bankim Chandra Road, (Ground Floor)
(Anandam Abasan), Kolkata-700028

with Best Compliments From :

Emdee Digitronics Pvt Ltd

Creating Jobs, Building Lives

Emdee Digitronics Private Limited (EDPL) is an ITeS Company Headquarter in Kolkata. We have been rendering IT, ICT and IT Enabled Services as our prime focus since 2004-05, particularly catering to Government entities and projects In several Indian states.

Office Address:
DH6/27, Action Area 1D, New Town, Kolkata - 700156
Email : admin@emdee.in

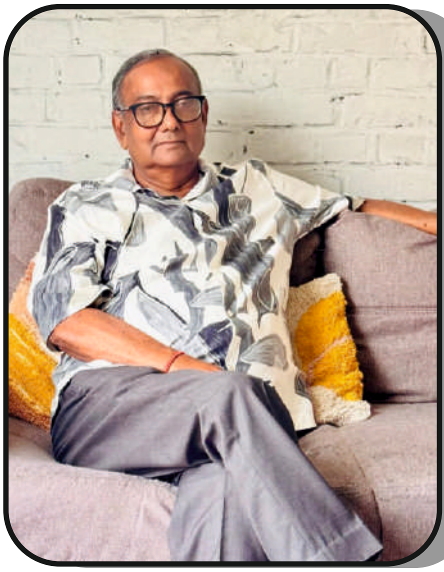

1. Name	:	Salil Kumar Saha
Address	:	Aruni, AL Block
Date of Death	:	01.10.2025
2. Name	:	Swapanesh Kr. Mitra
Address	:	Kallol, AL Block
Date of Death	:	17.10.2025
3. Name	:	Banarasi Debi Changia
Address	:	Smile Face, AL Block
Year of Death	:	2025

"Newtown AL Block Residents Cultural Welfare Association conveys its deepest condolences on the sad demise of our respected residents who left us in the year 2025. Their presence enriched our community, and their memories will forever remain etched in our hearts.

We pray that the departed souls attain eternal peace and that the Almighty grants strength, courage, and comfort to the bereaved families during this difficult time. The loss is not only personal to the families but also to our entire community, which mourns together in solidarity and respect.

May their souls rest in peace."

— Newtown AL Block Resident's Cultural Association

Luxury You Deserve, Within Reach
Our Running Projects
DURGAPUR SQUARE
BLUE ONYX APARTMENT
The Most Trusted Name in Durgapur
BLUE ONYX PVT. LTD.
Our Completed Projects
PPP ETERNIA
BLUE ONYX COMPLEX
BLUE ONYX RESIDENCY
90830 29999 / 90830 13333
OFFICE ADDRESS:
14/14 Bengal Ambuja, City centre, Durgapur
www.blueonyxindia.com
bopl.mkt2018@gmail.com

▲ Rabindra-Nazrul Sandhya

Independence day celebration ▲

▼ Social work, helping SIR

Social work, helping SIR ▼

▼ Prize distribution

Picnic ▼

Chisel & Wood®
LUXURY THAT DEFINES YOU
Experience Centre, Kolkata
A beginning of a new era in Interior Designing
An exclusive celebration of artistry, craftsmanship, and luxury interiors. Discover our curated showcase of:
Bespoke Furniture • Designer Lighting
Architectural Hardware • Luxury Paints
Switches & Furnishings
By Invitation and walk-ins
A Journey into Refined Living
3rd & 4th Floor ,
AL Block-41, Shree House ,
Street no -16, Newtown-1A
Contact:
Divya Chhajer – 9522288860
Rohit Kumar Chhajer – 9851729042

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
22-23/ 2	KAUSHIK PRADHAN	AL/1/A/24	9748865491
22-23/ 3	BIRENDRA NATH GHOSH	AL/1/A/20	9411193018
22-23/ 5	PARTHA SARATHI MAHALANOBIS	AL/1/A/1	7044380887
22-23/ 6	PARTHA DE	AL/1/A/27	6294088814
22-23/ 7	SANDIP GHOSH	AL/1/C/39	9831038555
22-23/ 8	PRABHAS KUMAR UKIL	AL/1/C/25	9830306596
22-23/ 9	BAIJNATH PRASAD	AL/1C/3, Flat No 2A	9439006608
22-23/ 10	ARUP KUMAR GHOSHAL	Kallol D - 2	9474715779
22-23/ 11	KALYAN KUMAR BISWAS	Kallol A - 4	9999300318
22-23/ 12	PINAKI DESHMUKH	Kallol B - 5	8238091521
22-23/ 13	TAPAS MOZUMDER	AL/1/C/42, Flat no. 4	8910229695
22-23/ 14	MADHUCHHANDA MITRA	AL/1/C/42, 1st Floor, Flat No. 2	9433392139
22-23/ 15	ASIT BHAUMIK	AL/1/C/42, Flat No 3	9436120160
22-23/ 16	SIDDHARTHA SARKAR	AL/1/C/39, Flat No 402	9163088627
22-23/ 17	MOUSUMI MUKHOPADHYAY	AL/1/C/42, Flat No 5	9433866594
22-23/ 18	ABHIJIT KUMAR SAHA	AL/1/B/3	Not known
22-23/ 19	SUSHIL KUMAR DAS	AL/1/A/2, D-1	9831942248
22-23/ 20	CHITTA RANJAN DAS	Kallol D - 5	9434517255
22-23/ 21	TAPAS KUMAR CHOWDHURY	AL/1/A/30	9433577322
22-23/ 22	DEVENDRA KUMAR	AL/1/C/40	9821194157

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
22-23/ 23	SANDIP ROY	AL/1/C/40	Not known
22-23/ 25	GOUTAM BHOWMICK	AL/1/A/18	9831166204
22-23/ 26	SAMPRITI NANDA	AL/1/A/13	Not known
22-23/ 27	SAHEB MAITI	AL/1/A/36, 4th Floor	9831291177
22-23/ 28	R P DEBNATH	AL/1/A/37	Not known
22-23/ 29	KALPANA JAIN	AL/1/A/41	9830803832
22-23/ 30	RINA CHOWDHURY	AL/1/A/5	Not known
22-23/ 31	GOPAL CHANDRA KUNDU	Kallol F - 5	9734443943
22-23/ 32	PUSHKAR BHATTACHARJEE	Kallol	Not known
22-23/ 33	TAPAN MONDAL	Kallol B - 4	9426411803/ 8160314234
22-23/ 34	P K HALDER	Kallol C - 4	9475399908
22-23/ 35	SHARMILA ROY	Kallol E - 3	9163407371
22-23/ 36	BARUN KUMAR SINHA	Kallol B - 2	9910290448
22-23/ 37	ABHIMANYU GUHA ROY	Kallol F - A2	9099655035
22-23/ 38	ASIM KUNDU	Kallol C - 2	8910618230
22-23/ 39	SADHAN KUMAR DEY	Kallol F - 1	7894434140
22-23/ 40	ARINDAM BHATTACHARJEE	AL/1/A/2	Not known
22-23/ 41	DR. KEDAR BANERJEE	AL/1/A/9	Not known
22-23/ 42	REKHA MANNA	AL/1/A/1	Not known
22-23/ 43	ARITRA KUMAR GHOSH	AL/1/C/34, 1B	8080622902
22-23/ 44	TUSHAR KANTI SIKDER	Kallol D - 1	8607270055

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
22-23/ 45	KAUSHIK GUPTA	AL/1/A/5	Not known
22-23/ 46	DEBMALYA GHOSH	AL/1/B/8	Not known
22-23/ 47	SWAPNA GHOSH	Kallol A - 3	9874589485
22-23/ 48	REKHA MAITY	Kallol	Not known
22-23/ 49	SOUMEN MUKHERJEE	Kallol	Not known
22-23/ 50	CHANDAN SENGUPTA	AL/1/B/13	Not known
22-23/ 51	RATNA MITRA	AL/1/C/4, W 2	9836627988
22-23/ 52	PRADIP KUMAR BASU	AL/1/C/4, W 4 Rajmahal CHSL	9830710866
22-23/ 53	PRADIP DUTTA	AL/1/C/3	Not known
22-23/ 54	PARESH NATH CHANDRA	AL/1/C/3, Flat No 3B	8335929771
22-23/ 55	SATYAJIT ACHARJEE	AL/1/C/28, W 1	8975032658
22-23/ 56	CHANDRA SEKHAR GHOSH	AL/1/C/20, Flat No 401	9836647887
22-23/ 58	BHARATI BHATTACHARJEE	AL/1/C/15, Flat No 1B	9432245422
22-23/ 59	DEVIKANA GUHA	AL/1/C/11, Flat No 2A	8017837948
23-24/ 01	TIA ROY	AL/1/C/15, Flat No 1A	9231906503
23-24/ 02	SHAYAMA CHARAN CHATTOPADHYAY	AL/1/C/18, Flat No 1A	7980223885
23-24/ 03	AMAL KAR	AL/1/C/18, Flat No 1B	9433380611
23-24/ 04	SUMITRA BANERJEE	AL/1/C/18, Flat No 4A	9933058611
23-24/ 05	BITHIKA MONDAL	AL/1/B/6, Flat No 2A	7364069900
23-24/ 06	SUBRAT MAHANA	AL/1/B/6, Flat No 2B	9932544302
23-24/ 07	SANATAN SANBIGRAHI	AL/1/C/9, Flat No 3B	7908450613

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
23-24/ 08	SOMA MANNA	AL/1/B/7	9836961588
23-24/ 09	SOUMYADEEP ACHARYA	AL/1/C/2, Flat No 1	9748301246
23-24/ 10	CHITRANI BHATTACHARYYA	AL/1/C/2, Flat No 3, 2nd Floor	9163627568
23-24/ 11	MADHUSHREE SAHA	AL/1/C/2, Flat No 8, 4th Floor	8017878234
23-24/ 12	SANCHARI GUHA SAMANTA	AL/1/C/11	9051261028
23-24/ 13	SAMIRAN DEB	AL/1/C/4, Flat No E 2	9830235409
23-24/ 14	INDRANIL CHOWDHURY	AL/1/C/13, Flat No 4B	7003461935
23-24/ 15	SUPRATIK BHATTA	AL/1/C/4, Flat No E 3	9831842120
23-24/ 16	AMITAVA MONDAL	AL/1/A/33, Flat no 4, 3rd Floor, Street No. 3	8777363849
23-24/ 17	PRAKASH SINGH	AL/1/A/33, Flat no 5, 4th Floor, Street No. 3	9836764000
23-24/ 18	GANESH CHANDRA ROY	AL/1/C/18, Flat No 3A	8918342159
23-24/ 19	AMAL CHANDRA NATH	AL/1/C/42, Flat No 01	Not known
23-24/ 20	SUMANDRA GHOSH CHOWDHURY	AL/1/C/42, Flat No 7	9845721985
23-24/ 21	SUBHRADEEP CHAKRABORTY	AL/1/B/23	9830278844
23-24/ 22	BRATINDRA NATH BANERJEE	AL/1/C/39, Flat No 302	8910040729
23-24/ 23	SUDHANGSU MANNA	AL/1/C/25, Flat No 2E	9433080133
23-24/ 24	UTPAL GHOSH	Flat No. 2A, AL/1/C/16	9434453267
23-24/ 25	SATYABRATA BANDYOPADHYAY	Flat No. 4A, AL/1/C/16	9988804968
23-24/ 26	SOUMAIN DAS	Flat No. 3B, AL/1/C/15	9830235051
23-24/ 27	MONOJ KUMAR PAL	AL/1/C/15	9869466127
23-24/ 28	RADHA RAMAN SINHA	Flat No. 4B, AL/1/C/15	7980188708

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
23-24/ 29	NIKHILESH BARDHAN	Flat No. 2B, AL/1/C/15	9831272485
23-24/ 30	SUBHRA JYOTI MONDAL	Flat No. 3B, AL/1/C/12	9831635374
23-24/ 31	TAPESH KUMAR DAS	Flat No. 4A, AL/1/C/12	9836401030
23-24/ 32	SUPRATIM CHANDRA	Flat No. 2A, AL/1/C/12	8336955994
23-24/ 33	PRADIPTA PAUL	3RD FLOOR, AL/1/A/36	9830308967
23-24/ 35	SUBHRA SAHA	AL/1/F/3	8583047091
23-24/ 36	SADHANA DUTTA	Flat No. 3A, AL/1/C/3	9836099133
23-24/ 37	KALYANI SARKAR	Flat No. 2B, AL/1/C/30	9433885848
23-24/ 38	ABDUL GAFFAR	AL/1/A/34	9874822621
23-24/ 39	PRADIP KUMAR MITRA	Flat No. 1A, AL/1/C/27	9123087621
23-24/ 40	ARUN KUMAR CHATTERJEE	Flat No. 2B, AL/1/C/12	8777808410
23-24/ 41	GAUTAM BANERJEE	Flat No. 2A, AL/1/C/30	8895501942
23-24/ 42	PRADYUT KUMAR DE	Flat No. 301, AL/1/C/36	8637834875
23-24/ 43	SABYASACHI DAS	Flat No. 1B, AL/1/B/6	9434990219
23-24/ 44	RANU HAJRA	Flat No. 2B, A/1/C/13	9007810547
23-24/ 45	RIN SAHA	AL/1/C/14	7003631606
23-24/ 47	SIDHARTHA SARKAR	Flat-402, AL/1/C/39	9163088627
23-24/ 48	SANTI RANJAN SARKAR	Flat-1B, AL/1/C/30, Nirmal Rekha Co-op	9433281337
23-24/ 49	ALOKE KUMAR DANDAPAT	Flat No. 3A, AL/1/C/06, Charukesh Co-op	7227001097
23-24/ 50	SWAPANESH MITRA	KALLOL F - D3	9434017781
23-24/ 51	MALAYNIL NANDY	Flat No. 2A, AL/1/C/18	7044345722

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
23-24/ 52	TANIA MAHATO	Flat No. 101, AL/1/C/20	8583992891
23-24/ 53	SHYMAL CHAUDHURI	Flat No. 201, AL/1/C/20	7003544781
23-24/ 54	NARAYAN CHANDRA SAMANTA	Flat-2A, AL/1/C/13, Anuprabha Co-op	8240642152
23-24/ 55	SUKUMAR DUTTA	2nd Floor, AL/1/B/18, Street No. 15	9830156329
23-24/ 56	DALIA CHAKRABORTY	Flat No. 301, AL/1/C/20, Astangan Co-op	8777526271
23-24/ 57	SUBRATA SAHA	SUN VILLA, 2Nd. Floor, AL/1/A/23	9433000191
23-24/ 58	DEBJANI NAG CHAUDHURI	Flat No. 5, AL/1/C/02, Santa Sabuj Co-op	9836415314
23-24/ 59	SUBRATA CHOUDHURY	Flat No. W-2, AL/1/C/2B, Madhabilata	9432497010
23-24/ 60	RABINDRANATH KARMAKAR	Flat No. 7, 4th Floor, AL/1/C/31	9836434821
23-24/ 61	ANUP SINHA MAHAPATRA	Flat No. 02, AL/1/C/31	9953840041
23-24/ 62	ARUNAVA GUPTA	Flat-4A, AL/1/C/26	7605059985
23-24/ 63	DEBRAJ MALLICK	Flat-2B, AL/1/C/26	9748450455
23-24/ 64	ARUNDHATI ROY	Flat-E-1, AL/1/C/35	9883336530
23-24/ 65	PALASH KUMAR DHARA	Flat-6B, AL/1/D/1	8420710800
23-24/ 66	AMIT SAMANTA	Flat-4B, AL/1/C/27, Street No. 16	8900015956
23-24/ 67	MANISH KUMAR AGARWAL	Flat-1B, AL/1/D/1, Smile Face Co-op	9831884440
23-24/ 68	KAMAL KUMAR CHANGIA	Flat-3A, AL/1/D/1, Smile Face Co-op	9831378552
23-24/ 69	DEBI DAS	AL/1/A/17, Street No. 05	9123748569
23-24/ 70	MITA GHOSH DASTIDAR	AL/1/A/32, Street No. 03	9830051639
23-24/ 72	MITRA PAL	Flat-4B, AL/1/B/33	9163773680
23-24/ 73	RAM PRAKASH SINGH	AL/1/B/14, Street No. 16	9038000760

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
23-24/ 74	KAMALENDU BIKASH PAUL	Flat-3A, AL/1/C/34	9433036015
23-24/ 75	DR. KALLOL PAUL	Flat-2A, AL/1/C/34	9830017788
23-24/ 76	RADHAPRASAD DAS	Flat-3A, AL/1/C/8	9836522044
23-24/ 77	LALITA BHATTACHARYA	Flat-4, AL/1/C/2	8250753902
23-24/ 79	HIMADRI GHOSH	Flat-4, AL/1/C/7	7042020999
23-24/ 80	SUDIPTA KUMAR SAHU	Flat-1 A, AL/1/D/1, Smile Face Co-op	8001193419
23-24/ 81	SURESH ROY	AL/1/C/25	9969226432
23-24/ 82	Dr. SIMA BANERJEE	AL/1/C/35, Flat No. E-4,	9875635721
24-25/ 01	JAGABANDHU SAHA	AL/1/C/18, ASKI Co-op	9163049443
24-25/ 02	PRASANTA KR. ROY	AL/1/C/24, Flat No. 3 Rajarshi Co-op	9830690153
24-25/ 03	KARABI GHATAK	Flat-6A, AL/1/D/1, Smile Face Co-op	9830828236
24-25/ 04	DR. SOMDATTA DAS	Flat-3A, AL/1/C/9, Rangeet Co-op	7439292297
24-25/ 05	SULATA BHATTACHARYA	Flat-2B, AL/1/B/30, Matri Park View	9934415743
24-25/ 06	ANKUR PUTATUNDA	AL/1/C/18, ASKI Co-op	9163546621
24-25/ 07	PULKIT CHAHAJER	AL/1/A/41, 3Rd. Floor	9091550900
24-25/ 08	ASIT BARAN ROY	AL/1/C/24, Rajarshi Co-op	8777012660
24-25/ 09	DR. ABHIJIT BANERJEE	AL/1/A/15, Street No. 5	9830186924
24-25/ 10	TAPAN KUMAR SEN	AL/1/C/39, Flat No. 401 Dheu Co-op	9830140758
24-25/ 11	NRIPENDRA KUMAR ROY	AL/1/C/24, Rajarshi Co-op	9231002148
24-25/ 12	SANGEETA BANERJEE	Flat-A 4, AL/1/B/30, Matri Park View	9819965066
24-25/ 13	SAROJ KUMAR MAHAPATRA	Flat-A-4, AL/1/C/02, Street No. 28	9163773605

List of New Town AL Block Resident's Cultural Association Members

Sl. No.	NAME	ADDRESS	CONTACT NO.
24-25/ 14	ADI JYOTI CHATTOPADHYAY	Flat-A-1, AL-37, Kallol, Street No. 16	9836106410
24-25/ 15	MANISH MUKHERJEE	AL/1/A/34, Street No. 03	8777422040
24-25/ 16	ABANTIKA BISWAS	AL/1/A/02, Sri Guru Apartment, Street No. 04	9051133662
24-25/ 17	SUKH SAGAR SINGH	AL/1/A/33, 1ST. FLOOR Street No. 03	9433221850
24-25/ 18	SAJAL KANTI SARKAR	AL/1/C/30, Flat - 1A, Nirmal Rekha CHSL	8169798834
24-25/ 19	DURGA ADHIKARY	AL/1/C/35, Smile Face CHSL	9903268536
24-25/ 20	ANJAN KUMAR SARKAR	AL/1/C/04, Flat No. - 3, Rajmahal CHSL	9432372183
24-25/ 21	SAROJ KUMAR ROYCHOWDHURY	AL/1/A/33, 2nd Floor, Street No. 3	9830077530
24-25/ 22	SURJADEEP SARKAR	AL/1/C/05, Rajmahal CHSL	9002695085
25-26/ 01	MAHADEB KUMAR GHOSH	Flat - 1A (1st. Floor), AL/1/C/16, Arkaprabha CHSL	8961364002
25-26/ 02	ARUN PANI	Flat - A3 (3rd Floor), AL/1/B/30, Matri Park View	9073882567
25-26/ 03	RAMAKANT BURMAN	AL/1/B/20, PREM. NO. 23-0011, Street No. 11	9903391118
25-26/ 04	KRISHNA MAZUMDER BHAUMIK	AL/1/B/30, Matri Park View	9433265104
25-26/ 05	SHIBANI BISWAS	Flat No. 6, Santa Sobuj CHSL AL/1/C/02, Street No. 28.	8348660526
25-26/ 06	SHEKHAR CHAKRAVARTY	Flat No. 2A, AUROSPLENDOUR AL/1/B/22, Street No. 11.	9176366860
25-26/ 07	GAUTAM CHAKRAVARTY	Flat No. 3, AUROSPLENDOUR AL/1/B/22, Street No. 11.	6361370785
24-25/ 08	SUSMIT CHANGIA	Plot No. AL/1/D/1, Smile Face Co-op, Street No. 16	9163300188
24-25/ 09	SURESH KUMAR SINGH	Flat - D1, Plot No. AL/1/A/2, Street No. 07	9163300188

গোয়ার কাহিনী

নিলয় সামন্ত

তা প্রায় ২০ বছর হবে। এবার ঘুরে এলাম গোয়া। উদ্দেশ্য ভারত বনাম সিঙ্গাপুরের মধ্যে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ ফুটবলের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা কভার করা। গিয়েছিলাম মুম্বই থেকে। কোঙ্কন রেলওয়েতে। আমাদের যে ট্রেনটায় যাওয়ার কথা ছিল সেই ট্রেনটা বাতিল হয়ে যাওয়ায় অন্য আরেকটা ট্রেনে রওনা দিলাম। এই ট্রেনটা লোকমান্য তিলক টার্মিনাল থেকে ছেড়ে ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। আমাদের কোচ নাম্বার এ ওয়ান। প্লাটফর্মে গিয়ে ট্রেনটাকে ভালো করে দেখাশোনা করার পর আবিষ্কার করলাম এ ওয়ান কামরাটা এসি থ্রি টায়ার। কিন্তু আমাদের তো এসি টু টায়ারে কাটা।

সে কামরার সন্ধান তো পেলামই না। এ টু কামরাটা টু টায়ার। তাতেই সওয়ার হলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। টিকিটে লেখা ছিল আমার আর আমার ফটোগ্রাফারের সিট লোয়ার বার্থে। সেখানে অন্য লোক দখল করে বসে আছে। থাকবেই তো। তার টিকিটে যে লেখা আছে কামরার নাম এ টু। সামান্য সময়ের মধ্যেই এয়ারলাইন্সের পাইলটদের মত পোশাক পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সোল্ডারে আর ডান পকেটের উপর জ্বলজ্বল করছে কোঙ্কন রেলওয়ের লোগো। হাতে একটা ট্যাব। বুঝলাম ইনি হচ্ছেন টি টি।

তাকে কিছু বলার আগেই তিনি নিজেই বলে উঠলেন ফোনের মেসেজ চেক করুন। সেটা চেক করতেই দেখা গেল আমাদের দুজনেরই ওই এ টু কোচেই বার্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। দুটোই আপার বার্থ। আমাদের কোচটা কোথায় গেল। টি টি সাহেব জবাব দিলেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে একটা কোচ কম দিয়েছে। তাই কিচ্ছু করার নেই। ট্রেনটা ছেড়েছিল বিকেলে। আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল রাত বারোটায়। রেলের সাইট খুলে দেখলাম আগের ৫ দিন একদম সঠিক সময়ে মারগাঁও পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের আগের আগের দিন ৩ মিনিট দেরি হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের ট্রেন অনেক দেরী করলো। তাতে অবশ্য লাভই হল। তবে সে গল্পে আসার আগে জানাই, এর আগে কখনো ট্রেনে গোয়া যাইনি। তার

কারণ তখন গোয়া যাওয়ার কোন ট্রেন ছিল না। ছিলনা রেললাইনও। ১৯৮৪ সালে যে বছর ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াত হন সেই বছরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পশ্চিম উপকূল বরাবর একটা রেললাইন থাকা দরকার। তাহলে পণ্য পরিবহনে অনেক সুবিধে হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ ১৯৯০ সালে গঠিত হয় কোঙ্কন রেলওয়ে। ৯০ সাল থেকে শুরু হওয়া রেললাইন পাতার কাজ শেষ হয় ৮ বছর পরে ১৯৯৮ তে। ওই বছরের ২৬ শে জানুয়ারি কাজ সম্পন্ন হয়। তখনকার দিনে এই কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে নানান দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতায় অসাধ্য সাধন হয়। মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া হয়ে কেরালা পর্যন্ত ৭৪১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই যাত্রা পথ যেমন মনোরম ঠিক তেমনি তৈরীর সময়ে ছিল ভীষণ বিপদ সঙ্কুল। কারণ এই যাত্রাপথে ১৯৯৮ টি ব্রিজ, ৯১ টি টানেল তৈরি করতে হয়েছিল। এছাড়াও চলার পথে ১৪৬টি নদী আর ঝরনা অতিক্রম করতে হয়েছিল। যার মধ্যে বিখ্যাত দুধ সাগর ঝরনা অন্যতম।

আগেই বলেছি আমাদের যে ট্রেনটায় যাওয়ার কথা ছিল সেটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক আমরা রাত বারোটার বদলে সকাল সাড়ে চারটায় মারগাঁও পৌঁছলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে আছি যে, আমাদের তো রিটায়ারিং রুম বুক করা আছে। ওখানে গিয়েই ফ্রেস হয়ে নেব। কিন্তু বিধি বাম। যখন আমরা রিটায়ারিং রুমের রিসেপশনে পৌঁছলাম তখন ঘুম চোখে রিসেপশন এর ছেলেটি কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করে জানালো আমাদের নামে কোনও বুকিং নেই। সে কি বুকিং নেই কেন? এইতো টিকিট ফোনে রয়েছে। সে ভালো করে দেখলো দেখে বলল এ ট্রেন তো ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে। অটোমেটিকালি আপনাদের রিটায়ারিং রুমের বুকিং ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। তাহলে ভাড়াটা যে নিলেন তার কি হবে? ওটা একাউন্টে ফেরত চলে যাবে।

অগত্যা স্টেশন থেকে বেরিয়ে সামান্য এগিয়ে হোটেল খোঁজা। একজন বলে আটটায় খালি হবে তো আর একজন বলে হোটেলের রুম রেন্ট ৫০০০ টাকা। আরে কাজের জন্য এসে অত টাকা খরচ করে থাকা যায় নাকি! কি আশ্চর্য, জিনজার হোটেলটির রিসেপশনিস্ট খুবই ভদ্র ছেলে। ওই ভোরবেলাতেই ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দরজার বাইরে একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল। তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখালো আর কয়েকটা বাড়ি পড়েই, রয়েছে ভিভো হোটেল। ওখানে নাকি আমরা পছন্দমত রুম পাব।

গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। মাত্র আঠারশ টাকার রুম। তাও আবার এসি। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর সব থেকে বড় কথা তখনই ঢুকতে দিলো। শর্ত একটাই যেদিন ছাড়বো সেদিন ওই সময়ই ছাড়তে হবে। তাই সই। বিশাল বড় ঘর। সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন। তবে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোর জন্য রেগুলেটরও আছে। টি কফি মেকার ঘরে রয়েছে। নিজের মতো বানাও আর খাও। চা বানানোর যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি হঠাৎই ডোরবেলটা বেজে উঠল। দেখি হোটেলের ইউনিফর্ম পড়া এক মহিলা হাতে ট্রে নিয়ে হাজির। তাতে রয়েছে নোনতা মিষ্টি আর ঝাল এই তিন রকমের কুকিস। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন ঝাল কুকিস। একেবারে মুখে আগুন লাগানো ঝাল। আমার অভ্যাস বিস্কিট গোটাটাই মুখে পুরে দেওয়া। কোন এক দৈবাৎ কারণে, একটুখানি কোণা ভেঙে মুখে দিয়েছিলাম।

মারগাও

বাপরে বাপ সে কি ঝাল। একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। এমন বিস্কিট জীবনে খাইনি।

যাইহোক মারগাও খুব একটা পরিষ্কারও নয় আবার একেবারে নোংরাও নয়। হাঁটাচলার জন্য প্রশস্ত জায়গা মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি আর অটো যাচ্ছে। অটোগুলো আবার ট্যাক্সির মতো হলুদ কালো রং করা আর তাতে দরজা বন্ধ করা যায়, সে দরজায় আবার কাচের জানালা লাগানো আছে। আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু হোটেলের রিসেপশনে বলল পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে যাব। কিভাবে যাব! রিসেপশন থেকে বলল অটো নিয়ে নাও না হলে সামনে গিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে মেন রাস্তায় উঠে বাস ধরে কদম্ব বাস স্ট্যান্ডে যাও। তারপর সেখান থেকে বাস পাল্টে ফাতরদা চলে যাও।

সব শুনলাম তারপর মিঠে রোদ পিঠে নিয়ে হাঁটা লাগালাম। সঙ্গী ফটোগ্রাফার মহিষাসুরমর্দিনী খ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নিজের নাতি। সে ৮৪ ক্রোস বৃন্দাবন পরিক্রমা করেছে ন'দিন হেঁটে। সেই কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করছে! হাঁটছো যে বাসে উঠবে না? আমি বললাম চলো না আমার সঙ্গে। মারগাও একটুও বদলায়নি। সেই পুরনো পুরনো বাংলো বাড়ি। বিশাল আকারের গির্জা। গির্জার পাশেই ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠের এক কোণে আবার কফিন তৈরির কারখানা। সেসব পেরিয়ে একটু এগিয়ে ভাবলাম কফি খাই। ফটোগ্রাফার দেবাশীষ ভদ্র মনে করিয়ে দিল কফিতে ঝাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করে নিও। না কফিতে কোন ঝাল ছিল না। তবে সেখানে আবিষ্কার করলাম পেস্ট্রি তিন রকমের পাওয়া যায়। মিষ্টি, নোনতা আর ঝাল। এবার আর ঝালের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব নয়। পরীক্ষা করার জন্য নোনতা পেস্ট্রি খেলাম। বেশ খেতে।

তারপর দেখলাম দেবাশীষ একে তাকে জিজ্ঞেস করছে স্টেডিয়ামটা কত দূরে। কেউ জিজ্ঞেস করছে তোমার সঙ্গে বাইক আছে? কেউ বা বলছে সাইকেল নিয়েছো? তাতে সে ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে বলল আর কত হাঁটবে। আমি বললাম, চলোই না। এইভাবে রবীন্দ্রভবন পেরিয়ে সাই কমপ্লেক্স এড়িয়ে পৌঁছে গেলাম পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম। ওই কফি শপ বাদ দিয়ে আমাদের সর্বসাকুল্যে মোট সময় লাগলো ২০-২৫ মিনিট। ব্যাস পৌঁছেই, দেবাশীষের জ্ঞান দেওয়া শুরু হল। এখানকার লোক গুলো

ফাতোরদা স্টেডিয়াম

কোথাও এক পা-ও হাটে না। এইটুকু রাস্তা আসতে বলল বাসে চাপতে হবে অটোয় চাপতে হবে।

যাইহোক খেলার রিপোর্ট করতে এসে আমার মেয়ের খেলারও রিপোর্ট পেয়ে গেলাম। সেই রিপোর্টটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার একটু ইচ্ছা রইলো। কারণ মজা পাবেন। ওদের স্কুলের টিম জেলা বাস্কেটবলে অংশ নিয়েছিল। ওদের স্কুলই হোস্ট ছিল। তাই সব খেলাই হয়েছিল ওদের স্কুলের ইনডোর স্টেডিয়ামে। মেয়ের প্রশ্ন আমরা পাঁচটা ম্যাচ খেললাম। চারটেয় জিতলাম। কিছু প্রাইজ দিল না। কিন্তু শেষে ৫ নম্বর ম্যাচটায় হেরে গেলাম। তা সত্ত্বেও দেখি সবার কি আনন্দ হাততালি। আর অন্য স্কুলের ফাদার আমাদের সবাইকে মেডেল দিল আবার একটা ট্রফিও দিল। কি হলো বুঝতে পারলাম না। ফোনে ওর কথা শুনে আমিও কিছু তখন বুঝতে পারিনি পরে হোয়াটসঅ্যাপে যখন ওদের স্কুলের তরফ থেকে একটা পোস্ট করা হলো তখন দেখলাম ওদের স্কুলের আন্ডার সেভেন্টিন মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাকি আন্ডার ফিফটিন আর আন্ডার থার্টিন মেয়েরা রানার্স হয়েছে। আমার মেয়ে টিম ওই শেষ গোত্রের। তাই রানার্স আপের ট্রফি পেয়েছে। ফাইনালে হেরে যাওয়ার ট্রফি।

আর ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ঘটলো আর একটা ঘটনা। আমাদের প্রেস বক্সের সিড়িতে দাঁড়িয়ে আছি, এক ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। আমার কাঁধে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। উনি বললেন সরি। আমি বললাম, ইটস ওকে। ওমা তারপর দেখি ওই ভদ্রলোকই হলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওন্ত। তিনি এসেছিলেন, গোয়ার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ফ্রান্সিসকো মন্টে ক্রুজ-কে সম্মান জানিয়ে ফাতোরদা স্টেডিয়ামের পশ্চিম গ্যালারিটি তাঁর নামে নামকরণ করেতে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম এটা দেখে যে তার সঙ্গে নেই কোন সিকিউরিটি, ব্ল্যাক ক্যাট কিংবা মাসলম্যান। রয়েছেন শুধু পুলিশ কমিশনার তাও একা। ছোট্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই বোধহয়...

লেখার জন্য

রিনা গিরি

দু'কলম লেখার জন্য মানুষ এতো কাছে এলো
যেন হঠাৎ সময় থমকে দাঁড়াল একফালি বিকেলের আলোয়।
কেউ কলম ধরল, কেউ তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে,
শব্দের ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠল অনুচ্চারিত অনুভব।

এই যে কাগজে অক্ষরের ছোঁয়া,
তাতেই মিশে আছে বহুদিনের অব্যক্ত ভালোবাসা।
কে জানত, দু'কলম লেখার অজুহাতে
মন খুলে বসে যাবে এমন সহজে!

বাতাসে ভাসবে কালি-গন্ধ, হৃদয়ে জাগবে অনুরণন
একটি বাক্য, একটি নাম,
সাদা কাগজের শূন্যতা,
আর তারই মধ্যে গড়ে উঠবে মানুষে মানুষে সেতুবন্ধন।

দু'কলম লেখা শেষ হলে হয়তো শব্দ থেমে যায়,
তবু তার পরেও রয়ে যায় উষ্ণতা,
যেন কাগজের ভাঁজে লুকোনো একটুখানি মায়া,
যা মানুষকে আবার ডেকে আনে
আরও কাছে, আরও আন্তরিক করে।

With Best Compliments From

BHAGAT ELECTRIC

Register (Enlisted W.B.S.E.D.C.L)

Electrical Contractor & General Order Supplier

need a professional

Electrical Contractor

Mob : 9433271421 / 8013746457
Email : bhagatelectric2013@gmail.com
Sodepur, Mahendranagar, P.O.:Natagarh, Kolkata-700113

with Best Compliments From :

SEMCO INDIA

UPVC WINDOW AND MILD STEEL DOOR

AL-64, NEW TOWN, KOLKATA-700156
WEB : www.semcoindia.in

তাদের হাতে আজ ভারত জাগে

রূপা নন্দী

সূর্যের মতো দীপ্ত চোখে, মাঠে নামে নারী যোদ্ধা,
বলের ঘূর্ণি, ব্যাটের ঝলকদিগন্ত জুড়ে জ্বলে প্রত্যয়।
ঘাম আর অশ্রু মিশে গেছে জয়ের উল্লাসে,
এই দিনটা যেন ইতিহাসে লেখা সোনার অক্ষরে রয়।

গ্যালারিতে গর্জে ওঠে এক জাতির প্রাণের সুর,
"ভারত! ভারত!" ধ্বনি ভেসে যায় আকাশ জুড়ে দূরে।
দীপ্তি শর্মা যখন বল হাতে ঝড় তোলে,
স্বপ্নগুলো যেন সত্যি হয়, হৃদয় নেচে ওঠে।

বছরের পর বছর উপহাস, অবহেলা, নিঃশব্দ তীর,
আজ সব মুছে যায় বিজয়ের এক হাসিতে স্থির।
তারা প্রমাণ দিলো লড়াই মানেই নারী নয় দুর্বল,
নারী মানেই ঝড়, আলো, এক অনমনীয় সফল।

সেই ট্রফি উঠল উঁচু আকাশের দিকে,
দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল উৎসবের রঙে।
যে মায়েরা কাঁদতেন সন্তানদের খেলা না দেখে,
তাঁরাও আজ গর্বে বলেন "ওরা আমার মেয়ের মতো।"

চোখে জল, মুখে হাসি এই আবেগই দেশ,
এই জয় আমাদের সবার, আমাদের নতুন পরিবেশ।
ইতিহাস আজ বদলে গেছে, লজ্জা গেছে হেরে,
ভারতের কন্যারা শিরোপা তুলল গর্বের নীড়ে।

তাদের হাতে আজ ভারত জাগে,
স্বপ্নের আলোয় ঝলমল করে রাতের আকাশে।
এই জয় শুধু এক ম্যাচ নয়,
এ এক নতুন যুগের প্রতিশ্রুতি চিরদিনের আশায়।

With best compliments from

MAA BISHALAXMI ENTERPRISE

**CIVIL CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIER.**

Specialist in Civil Construction,
Flooring, Piping, Painting,
Roof Treatment & Foundation.

Office 03224-2750331
Mob.: 9434175425 | 7797152561 | 9732657659

E-mail : maabishatsxmienterprise.mlshra@gmail.com
E-mail : notan_mishra@rediffmaiL.com

Durgachak Colony, Haldia, Block-C-114/1,
Purba Medinipur-721602 (W.B.)

With best compliments from :

SALASAR SERVICES INSURANCE BROKERS PVT. LTD.

Our Available Service Location

B B UDHYOG

KOLKATA (West Bengal)
PATNA (Bihar)
HOWRAH (West Bengal)
JAMSHEDPUR (Jharkhand)
ASANSOL (West Bengal)
VIZAG (Andra Pradesh)

Corporate Address

63/C Chakraberia Road (North),
Bhawanipur, Kolkata 700020, West Bengal
Contact: (033) 2475 6135
Email: bbudhyogkolkata@gmail.com
GSTIN: 19AMRPB7869D2ZJ

B B UDHYOG
An electro mechanical unit

With best compliments from

A Well Wisher

স্মৃতি সততই সুখের, যদি হয় শৈশবের

সোমা ঘোষ

বয়সের মধ্যগগনে এসে শৈশবের কথা খুব মনে পড়ে। গ্রামে জন্ম, বেড়ে ওঠা প্রকৃতির কোলে। সকালে ঘুম ভাঙত পাখিদের কিচিরমিচিরে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যেত পুকুরে হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁকানি,দল বেঁধে ভ্রমণে বেরিয়েছে। সন্ধে হলে ভ্রমণ সেরে তারা পুকুর থেকে উঠে,লাইন দিয়ে যে যার ঘরের দিকে হাঁটা দিত। কখনও দেখিনি কেউ অন্যের ঘরে ঢুকে পরেছে।

তখন গ্রামে বেশিরভাগ বাড়িই ছিল খড়ের চালের, মাটির বাড়ি। আর সেই খড়ের চাল জুড়ে চড়াই পাখির বাসা। পাখির বাচ্চার কিচিরমিচির শব্দ, পাখিদের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আসাযাওয়া দেখতে দেখতে সময় যে কিভাবে কেটে যেত!! মনে হত ওরাও ওই বাড়ির বাসিন্দা। প্রতি বছর একটা টুনটুনি উঠোনের ফুল গাছে বাসা বানাত। দুটো পাতার কিনারা গুলো ঠোঁট দিয়ে সেলাই করত। ভিতরে থাকত ছোট্ট বাসা। কি সুন্দর তার শিল্পকর্ম!! পাছে উড়ে যায় তাই দূর থেকে দেখতাম। টুনটুনি বাসা বানাত ডিম পাড়বে বলে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে, বাচ্চারা গোলাপি ঠোঁটগুলো উপরে তুলে কিচকিচ আওয়াজ করে খাবারের জন্য মুখিয়ে থাকত। আর মা পাখি খাবার নিয়ে এলেই কিচকিচ শব্দের গতি আরও বেড়ে যেত। মা পাখি যত্নে খাইয়ে দিত বাচ্চাদের। মায়ের মমতা! সব মা দের অনুভূতি একই রকম। কি ভালো যে লাগত দেখতে!!

উঠোনের মাঝখানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। ছিল বলছি কেন? আর নেই,কাটা পড়েছে। গাছটায় প্রায় সারা বছরই পেয়ারা হত। গাছে উঠে পা ঝুলিয়ে পেয়ারা খাওয়া, আহা..সে যে কি মজা!!! নিজে তো খেতাম..ই, বন্ধুদের জন্য আঁচলা ভরে পেড়েও আনতাম। সারা দিনে কত বার যে গাছে উঠতাম তার ঠিকানা নেই। পেয়ারা খেতে খেতে কাঠবিড়ালির দেখা পেলে, কাজী নজরুল ইসলামের 'খুকী ও কাঠবেড়ালি' কবিতা বলে তার সাথে কথা বলতাম। কি বুঝত কে জানে, আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। খুব মজা লাগত আমার।

গ্রীষ্মকালে লোডশেডিং হলে, ছাতে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে রাতের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল, লুব্ধক, মিল্কিওয়ে দেখা। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। মনে হত আমিও তারা দের সাথে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি। তবে খুব পরিষ্কার আকাশ ছাড়া মিল্কিওয়ে দেখা যেত না। রাতের অন্ধকারে ছাতটা ছিল আমার বড় প্রিয়। অনেকবার চেষ্টা করেছি রাতের অন্ধকারে একা ছাতে গিয়ে 'তেনাদের'(ভূত)দেখার,কিন্তু 'তেনাদের'

বোধহয় আমাকে পছন্দ হয় নি,তাই দেখা..ও দেয়নি। সে আশা অপূর্ণই রয়ে গেছে।

কত স্মৃতি ছোটবেলার!! তারা ভিড় জমিয়েছে মনের মধ্যে, হাঁকপাঁক করছে বেরিয়ে আসার জন্য। মনেপড়ে, সরস্বতী পুজো না হলে কুল খাওয়া যাবে না তার দুঃখ! কুল ভরা গাছের দিকে চেয়ে সরস্বতী পুজোর দিন গোনা!! সে ব্যথা কি যে ব্যথা!! যেই না সরস্বতী পুজো শেষ হত, ওমনি শুরু হত কুল পাড়া উৎসব। গাছ ধরে নাড়ালে, টুপ টুপ করে কুলগুলো মাটিতে পড়ত। আঁচল ভরে কুল কুড়াতাম। তখন প্লাস্টিকের এত চল ছিলো না। তাই জামার আঁচলে রাখতাম।বন্ধুদের সাথে ঢিল ছুড়ে গাছ থেকে কাঁচা আম পাড়া মনে পড়ে। প্রতিযোগিতা হত কার ঢিলে কটা আম পড়ল।

কুলের সময় কুল আর কাঁচা আমের সময় আম খাওয়ার জন্য নুনলঙ্কা গুড়ো করে রেখে দিতাম ছোট্ট কৌটতে ভরে। তখন গ্রামের দিকে চাট মসলার চল ছিলো না নুন লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কাজ চালানো হত। সেই নুনলংকার কৌটাটা ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী, কি জানি কখন কাজে লাগে!!

আমাদের ছোটবেলায় বারোমাসে তেরোপার্বণের একটা ছিল মাঠ থেকে পৌষ আনতে যাওয়া। 'ছিল' বলছি,কারণ সেটি এখন লুপ্ত। না, পৌষ আসা লুপ্ত নয়, হৈহৈ করে আনতে যাওয়া টা লুপ্ত হয়েছে। সোনালি ধান কাটা শেষ হলে একটা ধানের গোছা না কেটে রেখে দেয়। সেটাই পৌষ,মানে মা লক্ষ্মী। ঝাড়াই এর জন্য মাঠ থেকে সব ধান খামারে এসে গেলে পৌষ (মা লক্ষ্মী)কে আনতে যাওয়া হত। গ্রামের সব ছোটরা দল বেঁধে গরুরগাড়িতে করে যেতাম। তার আগে গরুদের ভালো করে স্নান করাতো। গলায় ঘন্টার মালা আর শিং দুটি ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হত। মাঠে গিয়ে না কাটা ধানের আঁটি টা মানে পৌষকে পুজো করে গাড়ীতে তোলা হয়। গলা ছেড়ে পৌষ এর গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতাম।

'এস পৌষ যেও না
¯, ঘাটের মাঠের পৌষ
যত পৌষ মা লক্ষ্মী সব ঘরকে এস'।

আরও অনেক গান ছিল, বয়স বাড়ার সাথে স্মৃতির বয়স কমেছে তাই গানগুলো স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। হাতড়েও উদ্ধার করা গেল না। রোজই কারও না কারও পৌষ আনা থাকত। খুউব মজা করতাম আমরা। যখন সবার পৌষ এসে যেত তখন আমাদের সে..যে..কি.. মন খারাপ...!!

ও, খেলাধুলার কথা তো বলাই হল না। দুপুরে সবাই

ঘুমিয়ে গেলে, চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলতে যাওয়া!! উফ্ কি আনন্দ! বাড়ি ফেরার পর উত্তম মধ্যম খাওয়া। মনের মধ্যে চলত আনন্দ আর ভয়ের যুগলবন্দি। কত রকমের যে খেলা খেলতাম। সে সব খেলা এখন হারিয়ে গেছে। আজকাল গ্রামের শৈশবও মুঠোফোনে বন্দী।

সে দারুণ এক ছিলমজার
আমার ছোটবেলা
কত কি যে খেলা ছিল
তখন ছোটবেলায়।
চু কিত কিত, বুড়ি বসন্ত
ডু ডু আর খো খো
লুকোচুরি, কানামাছি
ডাং গুলি আর পিট্টু।
কত রকম খেলা তখন
খেলেছি সারা বেলা
দিন রাত্তির মনটা শুধুই
পড়ে থাকত খেলায়।
এখন আমি বড় হয়েছি
থুড়ি, বুড়ি হয়েছি
খেলার কথা ভুলেই গেছি
স্মৃতি হাতড়ে তাইতো আমি
ছোটবেলায় ফিরে গেছি।

হতে পারে কবির ভাব

সুমনা ঘটক

ঝরনা কলম হারিয়ে গেছে ঝরছে মন্দাকিনী
ঝরনা-জলে নোংরা হরে তাঁরেই মোরা চিনি
হরের মাথায় জটাজুটে নামেন ভোগবতী
লেখেন কথা যেথায় ব্যথা শ্লোকের ভগবতী
কেউ দেখেন স্বচ্ছসলিল পূতসলিলা
সলীলরূপে কেউ বা দেখে সেটাই মর্ত্যলীলা
সবাই দেখে দু-এক শেখে
শেখার শেষ নাই
ভালো শেখা বা আরও কিছু মানুষ-ধাতে পাই
সঞ্চয় জেনেই ভোলা করেন অপচয়
সমানে অপমান সম্ভব যে নয়
সম্মান অবমান মোদের হাতেই ভাই
এর পরের কথাগুলো একটু ভাবা চাই

তুমি ও মেঘ

তুষার কান্তি সিকদার

এই তো সেদিন তুমি মেঘ দেখবে বলে,
দরজা খুলে সটান কেমন বাইরে এলে চলে।
হাঁটতে হাঁটতে খোলা মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে হাত,
উড়লো আঁচল, খোলা চুলে করলেনা দৃকপাত।

আমি তখন একলা ঘরে, গোলাপ হাতে ধরা,
বন্ধ কপাট রইলো অনড় নাড়লোনা কেউ কড়া।
বাইরে আকাশ আঁকলো নাকি রূপের অরূপ ছবি ?
জানালা দিয়ে রোদ আসেনি, মুখ লুকালো রবি !

মেঘের টানে মাঠের পানে হারিয়ে কোথায় গেলে,
খুঁজতে গিয়ে ঠিকানা তার কোথায় দিলাম ফেলে।
ছড়িয়ে গেলে মেঘের ভিতর ছড়িয়ে এলো চুল,
মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি হাতে গোলাপ ফুল।

অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রবো গোলাপ ধরে হাতে,
মেঘ করলো, বৃষ্টি এলো, সুর্য উঠলো প্রাতে।
মাঠের পরে ঘর পেতেছি, মাঠের হৃদয় পরে,
মেঘের ভেতর তোমার ছবি, মন ফেরেনি ঘরে।

পলাশ

সুপ্রতীক ভট্ট

যাকে কোনদিন তুমি ভুলিতে পারনি
হ'তে পারে সে এখন আমার ঘরনী !
যে তোমাকে চেয়েছিল লাজনম্র পলে,
অকারণ অবজ্ঞায় তাকেও হারালে।
এখন যাহার সঙ্গে জীবন যাপন,
সে তোমার উপলক্ষ্য,কর্তব্য পালন,
টাকা কড়ি জমি জমা বিষয় আশয়,
শুধু কাগজের বোঝা, হারাবার ভয়।
রোগ শোক, সর্দি কাশি, জ্বরো জ্বরো প্রেম,
অভ্যাসে অভ্যাসে জীর্ণ, নিকষিত হেম।।

হতে পারে যাকে তুমি চেয়েছিলে মনে,
ক্ষত্রিয় বীরের মতো জিতেছিল রণে,
তারুণ্যের আতিশয্যে সেই চিত্রাঙ্গদা,
বয়সের ভারে জীর্ণ, বিশীর্ণ প্রমদা,
ঘরের দেওয়ালে ঝোলে বিবাহের ছবি,
অন্তরালে দুজনার দুইটি পৃথিবী,
"ভালবাসি" এ কথাটি কেউ বলে নাকো,
সন্তান ! সেই আজ একমাত্র সাঁকো।
নিষ্করুন বৈশাখের তাপদগ্ধ কায়া,
প্রেমহীন জীবনেতে ছেঁড়া ছেঁড়া মায়া।।

এমনও তো হতে পারে কখনো সখনো,
প্রিয় বলে যাকে আমি ভাবিনি কখনো,
সে আমার চিন্তা মাঝে ছাপ ফেলে যায়,
কখন চকিতে আসে চকিতে মিলায়।
যার সাথে কোন পথ চলিতে পারিনি,
যাকে আমি কোনদিন বলিতে পারিনি,
না বলা সে সব কথা যদি আচম্বিতে,
ভোরের কুয়াশা কিবা রাতের সঙ্গীতে,
সন্তাড়িত করে মোরে তীব্র বাসনায়,
ভুলে যাই এ জন্মের যত কিছু দায়,
তীব্র তীক্ষ্ণ শর হয়ে বিঁধে রয় বুকে,
একবার দাঁড়াও প্রেম, দাঁড়াও সম্মুখে।।

বিজ্ঞানের নজরে দুর্গাপূজার নানান আচার

সুরজিৎ কুমার দাস

বাঙালির সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং এক গভীর বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা। বাঙালি তাই নানান আচারের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করে থাকে। আসলে এই বহুল প্রচলিত পূজার নানা আচারের ভিতর লুকিয়ে আছে প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার বার্তা।

প্রথমেই জানা যাক, আশ্বিন মাসে পুজোর দিনক্ষণ কেন নির্ধারিত হয়েছিল? আসলে বর্ষা শেষে শরৎকালে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে। এই সময় ধূপ, ধুনো, চন্দন ও ফুল ব্যবহারে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, ধুনোর ধোঁয়া জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখে।

এরপর আসা যাক ঘট স্থাপন ও কলাবউ স্নান পরম্পরা সম্বন্ধে। এই পরম্পরা আসলে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রতীক। কলাগাছ জলে জন্মে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে। তাই এই পরম্পরার মাধ্যমে জলের গুরুত্ব ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরা হয় জনসমক্ষে।

আমরা দেবীর সম্মুখে দুই হাত একত্র করে মন্ত্রোচ্চারনের মধ্য দিয়ে অঞ্জলি দিয়ে থাকি। আসলে এই প্রথা মনোসংযোগ ও মানসিক শান্তির উপায়। দুই হাত একত্র করে প্রার্থনা করলে শরীরে শক্তির প্রবাহ সুষম হয়, মন একাগ্র থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা দেবীর সম্মুখে ধুনুচি নাচের মাধ্যমে আরতি করে থাকি। এই প্রথা আসলে শরীরের একধরনের ব্যায়াম। নাচের তীব্র ছন্দ রক্তসঞ্চালন বাড়ায় ও মানসিক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। ধুনোর ধোঁয়ায় থাকা গুগুল বা রজন শ্বাসযন্ত্রের জীবাণু নাশে সহায়তা করে।

দেবী পূজার শেষ ভাগে বিজয়া দশমীর সময় সধবাদের সিঁদুর খেলার প্রথা ও বাঙালিদের একে অপরকে আলিঙ্গন ও প্রণাম জানানোর যে প্রথা প্রচলিত আছে সেটা আসলে সামাজিক সম্প্রীতি ও আনন্দ ভাগাভাগির এক প্রতীক। শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসৃত হয়, যা সুখ, বন্ধুত্ব ও সম্পর্ককে আরও দৃঢ়তর করে।

অতএব, দুর্গাপূজার প্রতিটি আচার কেবল ধর্মীয় নয়; এগুলি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই কারণেই দুর্গাপূজা বাঙালিদের জীবনধারার উৎসব বলেই বিবেচিত হয়।

সন্ধিপূজার সময় দেবীর সম্মুখে একশ আটটি দীপ জ্বালানোর প্রথা আসলে মন ও পরিবেশকে আলোকিত করে তোলে। দীপের আলো অন্ধকার দূর করে ইতিবাচক শক্তি বাড়ায়। সন্ধিক্ষণে পূজার সময় উদার কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চরন ও ঢাকের আওয়াজ সারা শরীর শিহরিত করে তোলে যেটা পক্ষান্তরে আমাদের মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় ভীষণ রকম সাহায্য করে।

With best compliments from :

PMC CONSULTANCY SERVICES

Prop. - Mrityunjoy Sur

PF, ESI, P.TAX & AUDIT REPORT

72 , Rabindra Nagar (Gorui) Dum
Dum Dum Cantonment - 700065.
Mob - 9432430865 /9123742329

With best compliments from :

ASHOK STEEL SUPPLY CORPORATION

BEE KE KE

Authorised Exclusive Dealer of

TATA Tiscon & Ultra Tech Cement

BF-89, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700 064

New Counter 1 :
CE/1/B/107, New Town, Rajarhat

New Counter 2 :
CE/1/B/124, New Town, Rajarhat

Phone : 033 - 4066 0096
Email: beekeke@gmail.com
ashoksteeL2007@rediffmail.com

With best compliments from :

Electro Media

Jaswant Bardia

Phone:033-22365271 /033-40054391
E-mail: electromedia@gmail.com

16/1 Ganesh Chandra Avenue
Kolkata-700013

COMPUTER HARDWARE | LAPTOP
CCTV | SECURITY SYSTEM

With best wishes from :

G. P. Construction

CRY OF DESPAIR

Dr. Rana Ray

I hear the murmurs of irony, the distant sound of the lost time,
The blames of truth and deceit entangled in a piercing rhyme,
The eyes burn, my heart on fire, lost somewhere a broken key,
The lock has closed somewhere in time, when I found me.

I found my peace in written words, in moons and stars,
I saw me in the starry skies, fighting within the bloody scars,
I loved the flower, watered the plant , it turned to rust.
I saw my home window as I entered it turned to dust

Someday somewhere in the mirage the smile called my name,
I searched and found and loved and lost, for I knew I lost my claim,
I wept and cried and shouted and mourned, for what was mine never again,
I stuck in chains , couldn’t walk away, just asked why you called my name.

The World Runs on AI — Don't Get Left Behind

Uday Sankar Mukherjee

The world around us has undergone more change in the last decade compared to any time in the previous fifty years due to the emergence of Artificial Intelligence. What began as an experiment in science has now entered our daily lives-from our mobile phones that recognize our faces to chat assistants conversing with us, drafting letters, and even assisting in diagnosing diseases. Given both the speed and influence of AI, its use cannot remain an expert domain anymore; rather, it has become essential for people of all ages to understand and effectively use AI. In the same way as learning the use of computers became a necessity one generation ago, learning the use of AI is the next step in keeping abreast of changing times.

Many believe AI is only for the young or it's meant only for technology experts, but that isn't true today. The AI tools today are simple, user-friendly, and designed to make life easier for everyone: be it managing daily tasks as a senior citizen, quickly finding information, or even just having friendly conversations with voice assistants. Professionals can use it to save time in improving their work, and students can use it for studying smarter. In other words, learning AI is not about becoming a computer expert; it is about making life more comfortable and keeping pace with the world.

We're living through a historic shift, not unlike when electricity or the Internet first came into our lives. Those who adapt early reap great benefits, and those who resist are left behind. Learning to use AI ensures that we remain active participants in today's world, not silent observers. It is about time for each one of us, whether young or old, to take that tiny step toward understanding AI with curiosity and confidence and not fear. The future belongs to learners, and in today's world, learning to use AI means learning to live with progress

Value Education : Need of the hour

Dr Kalyani Sarkar

Introduction

Education is a fundamental right and a powerful tool for personal and societal growth. While schools play a vital role in shaping young minds, the need for value education extends far beyond the classroom. In today's rapidly changing world, people of all ages and backgrounds can benefit from learning and practicing ethical values. This article advocates for making value education accessible to everyone—children, youth and adults alike—so that we can build a more compassionate, responsible and inclusive society.

Importance of Values for Everyone

Value education is not limited to any age group or setting. Whether at home, in the workplace or within the community, learning about ethics and values helps individuals make better decisions, build stronger relationships and contribute positively to society. Key values to promote include:

- Love and Compassion : Encouraging empathy and kindness towards all, regardless of differences in background, beliefs or status.
- Peace : Fostering patience, humility, and understanding to resolve conflicts and create harmonious communities.
- Truth : Upholding honesty, sincerity and integrity in all aspects of life.
- Non-Violence : Embracing peaceful solutions and rejecting aggression, inspired by the teachings of leaders like Mahatma Gandhi.
- Service: Instilling a sense of responsibility to help others and contribute to the common good.
- Discipline: Practicing self-control and purposefulness, which are essential for personal and collective well-being.

Value Education in Everyday Life

Value education should be integrated into all areas of life, not just formal education. This can be achieved through:

- Community Programs: Workshops, seminars and discussion groups open to all ages.
- Workplace Training: Professional

development sessions focused on ethics, teamwork and social responsibility.

- Family and Social Circles: Encouraging open conversations about values and ethical dilemmas at home and in social settings.
- Media and Technology: Using digital platforms to share stories, resources and interactive content that promote ethical thinking.

Professional Ethics for All

Ethical behavior is crucial in every profession and at every stage of life. By teaching and reinforcing professional ethics, we can create more trustworthy, inclusive and sustainable organizations.

Important aspects include :

- Integrity : Acting honestly and fairly in all professional and personal dealings.
- Trusteeship : Ensuring transparency and accountability in organizations and communities.
- Harmony : Promoting diversity, inclusion and respect for all.
- Accountability : Taking responsibility for one's actions and their impact on others.
- Commitment : Being dedicated to shared goals and striving for excellence.
- Sustainability : Using resources wisely to protect the environment and ensure a better future for all.

Conclusion

Value education is a lifelong journey that benefits individuals and society as a whole. By making value education accessible to everyone, we can empower people to face life's challenges with resilience, empathy and integrity. We encourage governments, organizations and communities to support this mission by providing resources and opportunities for value education at every stage of life. Together, we can build a more ethical, caring and inclusive world.

▲ Cultural Programme ▲

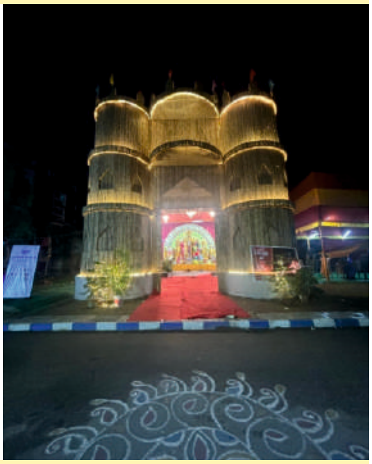

▲ Khuti Pujo ▲ Kalabou Snan ▲ Durga Pandel

পুজোর কিছু আনন্দের মুহূর্ত

শুভ বিজয়া
শুভ বিজয়া
শুভ
বিজয়া

PRIZE WINNING DRAWINGS

ছলনা

মৌসুমী চৌধুরী

নেই, নেই, কেউ ভালো নেই,

ভালো থাকার অভিনয় আছে।

নেই, নেই, কোনো প্রেম নেই,

শরীর ছোঁয়ার কামনা আছে।

নেই, নেই, ভালো বন্ধু নেই,

বন্ধু সাজার বাহার আছে।

নেই, নেই, গলায় সুর নেই,

বেসুরো ঢঙের গায়কী আছে।

নেই, নেই, কোনো কাজ নেই,

লোক দেখানো ব্যস্ততা আছে।

নেই, নেই, কোনো শান্তি নেই,

যুদ্ধ লাগানোর উস্কানি আছে।

নেই, নেই, কোনো প্রাণ নেই,

প্রাণ বিনা বাঁচা আছে।

নেই, নেই, কোনো আশা নেই,

ঝোলা ভর্তি হতাশা আছে।

নেই, নেই, কোনো মানবিকতা নেই,

শুধু, অমানবিকতার পাহাড় আছে।

নেই, নেই, কোনো মুক্তি নেই,

শাসরুদ্ধ করা বন্ধন আছে।

নেই, নেই, কোনো প্রশংসা নেই,

কেবল আকাশচুম্বী নিন্দা আছে।

নেই, নেই, কোনো স্বাধীনতা নেই,

শৃঙ্খলামুক্ত পরাধীনতা আছে।

স্মৃতি রোমন্থন

লায়ন্স সুধাংসু মান্না

অবশেষে অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হল ২০২১ সালে জুলাই মাসে। তা আবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরনায়। সত্যি আজ গর্বিত, ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্স ক্লাবের MJF (এম.জে.এফ্) সদস্য হয়ে। শৈশব থেকেই মনের মধ্যেই ছোট্ট একটা বাসনা বাসা বেঁধে ছিল। কারোর জন্য কিছু করি, কিছু করে দেখাই।

১২ বছর বয়সে মা কে হারিয়ে তা আর হয়ে উঠেনি। জন্ম দাত্রী মায়ের শক্তি তার সন্তানের জন্য যে একটা মহা শক্তি যার নেই সেই কেবল বোঝে।

২০০০ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য মনটা খুব উতলা হয়ে উঠেছিল। অবশেষে সেই উতলা মনটাই ২০২১ সালে লায়ন্স ক্লাব বর্ধমান মিডটাউনের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালো।

নিউটাউন কলকাতা থেকে বর্ধমান দূরত্ব প্রায় শত কিলোমিটার। এই দূরটা দূর মনে হয় না, কারণ লায়ন্স ক্লাব বর্ধমান মিডটাউন টাতো খুবই কাছে, তার থেকেও আরও কাছেই আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাবটি (USA), বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, যেন মনের মনিকোঠায়।

তাই ত যখন ডাক দেয় লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল (বর্ধমান মিডটাউন) তখনই ছুটে যাই .....

কখনও জলের বোতল নিয়ে জলসত্র ছায়ায় তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা মেটাতে,

কখনও বস্ত্রবোঝা নিয়ে ছুটে যাই ছেঁড়া পরিধান বা অর্ধ নগ্ন বা নগ্ন মানব-মানবীর মাঝে,

কখনও বা ক্ষুধার্তদের কাছে খাবারের থলি ভর্তি খাবার নিয়ে ক্ষুধা মেটাতে,

কখনও বা বই খাতা পেন্সিল নিয়ে ছুটে যাই স্কুলে কচি কাঁচাদের কাছে,

কখনও বা বৃক্ষ রোপন করে প্রকৃতিকে সবুজায়ন করা,

বা অন্য কোনও সামাজিক সেবামূলক কাজে হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে।

আর্থিক সঞ্চালন ত্বরান্বিত হলে ও মানসিক শান্তি অনেক বেশি সঞ্চালিত, সঞ্চারিত বা সম্প্রসারিত হয়।

যেমন বিন্দু বিন্দু জলে ডোবা থেকে পুকুর, পুকুর থেকে গাং, গাং থেকে নালা নদ নদী, নদ নদী থেকে সমুদ্র তৈরি হয়। তেমনি আমাদের ছোট্ট ছোট্ট লায়ন্স সদস্যদের অনুদান ক্ষুধার্ত, অর্ধ নগ্ন, পরিধান হীন বিশ্বজুড়ে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

বিষন্ন বেণু

কৃষ্ণা মজুমদার ভৌমিক

কাল রাতের হঠাৎ অঝোর ধারা বৃষ্টি কোলকাতাকে একেবারে ডুবিয়ে দিল। চল্লিশ বছর যারা কোলকাতায় বাস করছে তারাও মনে করতে পারল না, এমন মেঘ ভাঙা বৃষ্টি কখনও দেখেছে কিনা। এই দুর্যোগের কোন পূর্বাভাসও ছিল না। বেহালা, পার্কস্ট্রীট, বড়বাজার, গড়িয়া সেক্টর ফাইভ কোমর জল।
বাস ট্যাক্সিও অমিল রাস্তায়। স্বপন তবুও বেরিয়ে পড়ল। কোলকাতার রাস্তাও বিশেষ চেনে না সে। ওর সঙ্গে একই ঘরে থাকে পল্টু। তাকেও বলেছিল — চলনা ভাই আমার সাথে। কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। পল্টু বলল — এই জল বৃষ্টিতে? কিভাবে .....

অগত্যা স্বপন একাই বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই বুঝতে পারল কতটা খারাপ অবস্থা পথ ঘাটের। কোথায় নালা, কোথায় ম্যানহোল কিছুই বুঝতে পারছেনা। সব জলের নীচে। এর আগে ও কখনো আসেনি কোলকাতা। বয়স অল্প। হাতের আঁকা, শোলার কাজ এসব ভালো জানে স্বপন। স্কুলে বেশ কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছে এজন্য। নগেন মামা মাস খানেক আগে ওকে গ্রামের বাড়ি থেকে কোলকাতা নিয়ে এসেছে।

নগেন স্বপনের মায়ের তুতো ভাই। দূর্গা পূজোর সময় মণ্ডপ সজ্জায় শোলার কাজ, পাটের কাজ করে বেশ নাম করেছে। এই মরসুমে অনেক ছেলে দরকার হয়। মাসখানেক আগে নগেন গিয়েছিল স্বপনদের বাড়ি। দিদিকে বলল — তোর ছেলের হাতের আঁকা বেশ

সুন্দর হাতের কাজও বেশ ভালো। যদি বলিস তো আমি ওকে নিয়ে যাই। পূজোর সময় কাজ করলে বেশ দুপয়সা রোজগার হবে।

স্বপনের মা বলল — না না ও এখনো বাচ্চা ছেলে। কখনো কোলকাতা যায়নি। ও পারবে না। নগেন জামাইবাবুকে ধরল। অনেক বলে রাজী করাল। স্বপনের বাবাও কিছুদিন যাবৎ ছেলেকে কোন একটা কাজে লাগানোর বিষয়ে ভাবছিল। মিশনের পাদ্রী সাহেবকে বলে কোন একটা ছোটখাট কাজে লাগিয়ে দিলে সংসারে দু পয়সা আয় হবে। মাধ্যমিক পাশ করেছে এই ঢের। আর তার পড়ানোর ক্ষমতা নেই।

ওই তো মিশনের ঘর গুলির দরজা জানালার কবাট ছিটকানি লাগানোর কাজ করে। তাও সারাবছর থাকে না। ছেলেটাকে যদি কোন কাজে লাগানো যায়।

সেই থেকে একমাস স্বপন নগেনের কাছে কোলকাতায় এসেছে। নগেনের বাড়ির একতলার একটা ঘরে পল্টু, শ্যামল এদের সাথে থাকে। বাড়ি থেকে আসবার সময় বোন বলে দিয়েছে — মহালয়ার আগের রাতে চলে আসবিতো দাদা? একসাথে মহালয়া শুনব গতবারের মতো। আর আসবার সময় কোলকাতা থেকে আমার জন্য একজোড়া নুপুর আর ঝালর দেওয়া জামা নিয়ে আসবি। আমি ওগুলো পরে পূজা মণ্ডপে নাচব। কাল রাতেই নগেন ভাগ্নের মজুরির টাকা দিয়ে দিয়েছে। দুপুরের ট্রেনের টিকিটও কেটে দিয়েছে। সকালে তাই স্বপন তাড়াহুড়ো করে জলের মাঝেই পথে বেরিয়ে পড়েছে। বোনের আবদার মতো নুপুর আর ফ্রক কিনতে হবে। মায়ের হাত দুটো বড্ড ফাঁকা, শুধু একগাছা করে শাঁখা আর পলা। সোনার জল করা দুগাছা চুড়ি কিনতে হবে। আর আসবার সময় দেখেছিল মায়ের মাথার কাছে ঘোমটার কাছে কাপড়টা ছেঁড়া। একটা লালা পাড় শাড়ী কিনবে। তাতেই মাকে মা দুর্গার মতো লাগবে। ঘোমটা টেনে মা যখন চক্রবর্তীদের ডিপ টিডবওয়েল থেকে খাওয়ার জল আনতে যায় তখন মনে পড়ে 'বঙ্গের বঁধূ বুক ভরা মধু ....' পাড়ায় ঐ একটি মাত্র বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল আছে সবাই ওখান থেকেই খাওয়ার জল নেয়। বাকী স্নান কাপড় ধোয়া বাসন মাজা পুকুরের জলে।

স্বপনদের গ্রামের রাস্তায় বিজলী বাতি নেই। এক চিলতে টিনের ঘরে বিদ্যুতের আলো পাখা নেই। বাড়ির দুধারে সবুজ ধানক্ষেতের উপর বাতাস দোলা দেয়। পুকুরে শালুক ফোটে। নদীর ধারে সাদা কাশবন দেবী দুর্গার আগমন ঘোষণা করে। ভোরে ঘাসের ডগায় শিশির চিকচিক করে। সন্ধ্যায় বাঁশবাগানের মাথায় চাঁদ ওঠে। স্বপনদের বাড়িতে রেডিও আছে। মা একবার বলেছিল — বাড়িতে একটা রেডিও থাকলে খুব ভালো হোত ভোর বেলায় 'য়্যা – চন্ডী' শুনে মহালয়ার দিন ঘুম ভাঙলে খুব ভালো লাগে। তাই স্বপন টিউশনের টাকায় গতবছর একটা রেডিও কিনে দিয়েছে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে' শুরু হলে মা রেডিওর পাশে ধূপ জ্বেলে দেয়। উঠোনের শিউলি আর ধূপের ধোঁয়ায় একটা পূজো পূজো আমেজ আসে। ভোরে আলো ফুটলে যখন 'যা দেবী সর্বভূতেষু' শুরু হয়। তখন পাড়ার ছেলে বুড়োর দল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নদীর ধারে ননীর চায়ের দোকানে কাঠের বেঞ্চে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খায়। আর স্বপন শীলা দুই ভাইবোন যায় দুর্গামণ্ডপে, যেখানে সুশীল জ্যেঠু মূর্তি গড়ে। একটু একটু করে কাঠামোর উপর মাটি পড়ে। শীলা জিজ্ঞেস করে — জ্যেঠু আর কতদিন লাগবে গো, কবে মায়ের চোখ আঁকবে। সুশীল বলে হেসে — হবে, হবে আরতো কটা দিন। এত তাড়াহুড়ো করলে মায়ের চোখ যদি ট্যারা আঁকা হয়ে যায়।

আজ সকালেই জিনিসগুলি কিনে দুপুরে খেয়ে দেয়ে ট্রেনে উঠবে। রাতেই বাড়ি। স্বপনের বাড়ির জন্য

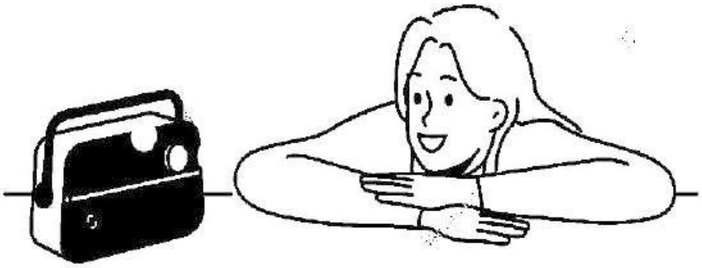

মন কেমন করে। বাড়ি গিয়ে ব্যাটারী লাগাতে হবে রেডিওতে। তারপর বোনের পাশে বসে মহালয়া শোনা। ফ্রক পেয়ে বোন নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। বাবার জন্য একজোড়া চপ্পল নিতে পারলে ভালো হয়। ছেঁড়া চটি পড়ে বাড়ি থেকে এতটা পথ প্রতিদিন মিশনে যায় দরজা জানালার কব্জা লাগাতে।

অনেকক্ষণ বেরিয়েছে স্বপন। ট্রেনের সময় হয়ে এল। অথচ স্বপন ফিরছে না। নগেন খোঁজ করতে শুরু করল। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে 'কোলকাতায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে একের পর এক মৃত্যু'।

মহালয়ার আগের রাতে স্বপনদের বাড়িতে রেডিও হাতে করে বোন বসে আছে। দাদা বাড়ি এসে ব্যাটারী লাগাবে তারপরে ..... উফ্ কী মজা হবে। মা ধূপকাঠি দেশলাই রেডি করে রাখছে। একটু পরেই চলে আসবে ছেলে।

রাত বাড়তে থাকে। স্বপন ফেরে না। রাত পেরিয়ে ভোর হয়। স্বপনদের উঠোনে শিউলিগুলি ঝরে পড়ে। এবার আর স্বপনদের রেডিওতে 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' বাজল না।

মায়ের স্মৃতি তর্পণ

সুব্রত চৌধুরী

জগৎজননী ও মঙ্গলকারিণী শ্রী মা সারদাদেবীকে স্মরণ করার লক্ষ্যে আমার এই প্রতিবেদন :-

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" অর্থাৎ মা সর্বভূতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। মা নিজের মাতৃভাবকে অবলম্বন করেই জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাই তো তাঁর কথাতেই আমরা পাই 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' অর্থাৎ সকলের মা ছিলেন আমাদের মা সারদা।

মায়ের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে আমরা মায়ের অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলীর নিদর্শন পাই, তারই মধ্যে তাঁর বুদ্ধিমতা সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমার ছোট্ট একটি প্রচেষ্টা।

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের বিশেষ পূজা হয় ও ঠাকুর (রামকৃষ্ণ দেব) সেখানে কয়েকবার যোগদান করেছেন। একবার ঠাকুরের আগ্রহে অনেক ভক্তবৃন্দ সেখানে যাবার প্রস্তুতি করেন। এবার শ্রী শ্রী মা তাঁদের সাথে যাবেন কিনা, তা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলেন —

"তোমরা তো যাচ্ছ যদি ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক।" ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক, শুনে শ্রীশ্রী মা বুঝলেন যে ঠাকুর মন থেকে অনুমতি দিচ্ছেন না। তাই তিনি যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করলেন।

ঠাকুর রাতে ফিরে জনৈক স্ত্রীভক্তকে বললেন, " ও (শ্রীশ্রী মা) সঙ্গে না যাইয়া ভাল করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলিত — হংস হংসী এসেছে। ও খুবই বুদ্ধিমতী।"

অন্য আরেকটি ঘটনায় এক মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমীনারায়ণ) দশ হাজার টাকা ঠাকুরকে দিতে চাইলে, সেই সময় মায়ের মন বুঝবার জন্য তাঁকে ডেকে বললেন, "আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে তুমি উহা লও না কেন — কি বল ? মা বললেন টাকা নেওয়া হইবে না; আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া রাখিতে পারিব না। সুতরাং উহা

তোমারই গ্রহণ করা হইবে। অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।"

এটাই হল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আর একটি ঘটনা উল্লেখ করে আমার এই লেখা শেষ করছি। কারণ মায়ের অসংখ্য গুণাবলীর ঘটনা আছে, যা শেষ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর সেই সময়ের বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল একটি ভাষণে মন্তব্য করেন — দেশের সন্ত্রাসবাদী তরুণ যুবকেরা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশ্রয়পুষ্ট। যা কিনা রাষ্ট্রদোহিতার নামান্তর।

রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মাকে সব ঘটনাটি বলাতে মা বললেন ঃ 'তুমি একবার লাট সাহেবের সাথে দেখা করে সমস্ত কার্যধারা বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। সেই পরামর্শানুসারে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লর্ড কারমাইকেলের সাথে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘের লক্ষ ও আদর্শের কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলার পর, কারমাইকেল পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন ও ঐ বক্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

মায়ের এই অদম্য সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে সবাই আশ্বস্ত হন।

পরিশেষে নিবেদন করি, শ্রীশ্রী মায়ের মধুর স্মৃতিই আমাদের জীবনের পরম সঙ্গী হয়ে উঠুক ও আমরা যেন মাতৃক্রোড়েই বিলীন হয়ে যাই, এই প্রার্থনা।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১) শ্রীশ্রী সারদাদেবী — ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

২) শতরূপে সারদা — স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ

ড. প্রণব কৃষ্ণ চৌধুরী

বর্তমান সময়ে জীবন যাত্রার মান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। সুস্থ দেহ-মন নিয়ে যাঁরা অবসর নিচ্ছেন তাঁদের অনেকের মনে হয় কিছু করার নেই। কি করবেন বুঝে উঠতে পাবেন না। সময় কাটানো একটা সমস্যা। বলা যায় একেবারে দিশা হারা অবস্থায় তাঁদের অভিজ্ঞতার এই বিপুল ঐশ্বর্য ও জ্ঞান নিয়ে কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের বুঝতে হবে যে চাকরী যা কর্মজীবন থেকে অবসর মানেই জীবন থেকে অবসর নয়। বাকী জীবনটা কিভাবে আনন্দে কাটানো যায় ভাবতে হবে। সে বিষয়ে সদর্থক চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। দেশ-বিদেশের চিন্তাবিদরা মনে করেন, আয়ুষ্কাল ও স্বাস্থ্যসীমা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের আনন্দের সময়কালও বাড়াতে হবে। আপনি দীর্ঘজীবন পেলেন অথচ সেটা উপভোগ করতে যদি না পারেন তাহলে কি লাভ? তাই বার্ধক্য-বিদ্যা বা বৃদ্ধদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 'আনন্দকাল' অবধারণাটির কথা বলছেন।

বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলি সবার ক্ষেত্রে সমান পীড়াদায়ক বা কষ্টকর মনে হয় না। তবে কোনো ব্যক্তি সমস্যাগুলি কতটা সঠিকভাবে মোকাবিলা করবেন তার উপর নির্ভর করবে তিনি ভাল থাকবেন না কষ্ট পাবেন। এই নিবন্ধটির মূল আলোচ্য বিষয় হল "আনন্দ-কাল"।

এখন প্রশ্ন হল জীবন সায়াহ্নে এসে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কিভাবে 'বিন্দাস' থাকবেন? কিভাবে চললে আপনি বেশ চিন্তামুক্ত ও প্রফুল্ল মনে নির্ভয়ে থাকতে পারবনে? এসবই নির্ভর করবে আপনি কতটা সৃজনশীল উপায়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে

সমস্যার মোকাবিলা করছেন। এ বিষয়ে পন্ডিতগণের পরামর্শ কি সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক বা শেখার আগ্রহ বা তীব্র ইচ্ছা বা কৌতুহল থাকতে হবে। অজানা বা রহস্যময় বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। নতুন কিছু দেখার বা জানার ইচ্ছাকে জীবিত রাখতে পারলে অনেক নতুন নতুন কিছু শেখা যায়। শেখার কোনও বয়স নেই। নতুন কোনো দক্ষতা অর্জনে বিলম্ব হয়ে গেছে এমনটি ভাববার

কোনো কারণ নেই। যেমন ধরা যাক নতুন ভাষা শিখতে পারা যায় কিম্বা কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো শিখতে পারেন। এছাড়া গল্প লিখতে পারা যায়। ছবি আঁকতে শিখলে ভালই সময় কাটবে। এমনকি অনেক বয়স্ক মানুষ সঙ্গীত-সাধনা আরম্ভ করেছেন অতএব আসুন আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের এই উক্তি "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি" অনুসরণ করি এবং সুখে জীবন যাপন করি।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার পছন্দের বিষয়গুলো আরও ভালভাবে সময় নিয়ে করতে পারেন আপনার উদ্যম বা উৎসাহ ক্রমশ বাড়বে যদি আপনি খোলা মনে কাজে এগিয়ে যান। অনেক সময় বইপত্র পড়তে ভাল লাগে না কিম্বা ছোট হরফে লেখা কোন কিছু পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে সঙ্গীত থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক আলোচনা হয় সেগুলো শুনতে পারেন।

যাই হোক যতই বয়স বাড়ুক আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে কিছু না কিছু দেওয়ার থাকেই। যেমন আপনার দীর্ঘজীবনের উপলব্ধি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অপরের দীর্ঘজীবনের উপলব্ধি, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। যে বিষয়ে আপনার দক্ষতা আছে চাইলে আপনি কোনো আগ্রহী ব্যক্তিকে সে বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে পারেন। এমনকি আপনার ব্যক্তিগত ঘটনা যা হাস্যরস সৃষ্টি করে কিম্বা কোন মজার গল্প বন্ধুবান্ধব বা অন্যদের শোনাতে পারেন। এছাড়া পরিচিত জনদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা বা মজার গল্প মনোযোগ দিয়ে আগ্রহ সহকারে শুনতে পারেন। এই ভাবে সমাজ-জীবনে সক্রিয়তার সঙ্গে বসবাস করলে আপনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাববেন না। সমাজে আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে এমনটাই মনে হবে।

একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে সেটা হ'ল যে সব মানুষ আপনার আনন্দকে নষ্ট করতে অর্থাৎ প্রফুল্ল মনে থাকার ব্যপারে বিঘ্ন ঘটাতে পারে কিম্বা কোন উৎসবমুখর পরিবেশকে নষ্ট করতে পারে এমন ব্যক্তি থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখুন। এদের সঙ্গ পরিহার করলে ভাল হয়। পক্ষান্তরে যেসব মানুষ সুখী সন্তুষ্ট এবং আনন্দে ভরপুর তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। বেশ হাসিঠাট্টা তামাশা নিয়ে থাকে এমন মানুষ আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি এদের সঙ্গে সময় কাটালে ভীষণ আনন্দ পাবেন এবং আপনার "আনন্দ-কাল" বৃদ্ধি পাবে।

এই লেখার শিরোনামে চার্বাক দর্শনের প্রথম অংশ যা অনুধারণ করলে বলা যায় যে "যতদিন বেঁচে আছো সুখে বাঁচো।" অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত উপভোগ করতে হবে। এই জীবনে সুখ ও আনন্দে ভরে তুলতে হবে। কিন্তু পরের অংশটি "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেন অর্থাৎ চার্বাক দর্শন অনুযায়ী ইন্দ্রিয় ও দেহের উপভোগ থেকে যে সুখলাভ হয়, সেটাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। মৃত্যুর পর কি হবে ভাববার প্রয়োজন নেই। তাই এই দর্শনকে অনেকে বিপজ্জনক মনে করেন। কারণ এটি ভবিষ্যৎ বা নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে।

With Best Compliments From

P C CHANDA COMPANY (P) LIMITED

Ravi Auto House, 103, Park Street, 6th Floor
Kolkata-700 016, West Bengal, India
Phone : +91 (33) 2227 2525, 2227 2526
Fax : +91 (33) 4007 3604 / 2227 2528
E-mail : info@chandapaints.com
Website : www.chandapaints.com

WORKS :
K2, Kalyani Industrial Growth Centre, Phase-I
P.O. : Gayeshpur, Kalyani - 741234,
Nadia, West Bengal, India
Phone : +91 (33) 2589 2240, 2589 2242
Email ; info@chandapaints.com

Wishes every one Happy Durga Puja

RANA LEGAL ASSOCIATES

We Specialize in Real Estate, Property Law, Registration, Matrimonial & Family matters, Civil & Criminal matters, Consumer cases and Debt recovery matters

Office
AL-33, Street No. 11, AA-IA,
Newtown, Kolkata - 700156
Email : ranalegalassoc@gmail.com
Mob. : 9874053507

with Best Compliments From :

WEBSTEP

Transforming Enterprises. Empowering Growth.

Since 2014, WEBSTEP has been a trusted partner in digital transformation for Government, Public Sector and Enterprise clients. From mission-critical applications to cloud adoption and modernization, we deliver solutions that scale with your vision.

Trusted by:
ONGC | Shipping Corporation of India | Ministry of Culture - Govt. of India | IIM Calcutta | IIT (ISM) Dhanbad

Offices :
Kolkata | Mumbai | Bangalore

Building Digital India, One Transformation at a Time.
https://www.webstep.in | Email : info@webstep.in

New Town AL Block Residents' Cultural Association

[Registration No. - S0027857]
New Town, Action Area-1, Kolkata-700156, West Bengal, India

Income & Expenditure Account for the period from 1st July 2024 to 31st March 2025

DR. CR.

	EXPENDITURE	AMOUNT (Rs)	AMOUNT (Rs)		INCOME	AMOUNT (Rs)
To	**AGM & Meeting expenses**			By	Subscription	6,94,872.00
	AGM Expenses	61,777.61		"	Argha	1,13,001.00
	Expenses for Meeting	1,555.00	63,332.61	"	Advertisement	3,15,002.00
"	Audit Fees		2,500.00	"	Pronami Box	2,756.00
"	**Durga Puja & Laxmi Puja Celebration Expenses**			"	Container for Asthami & Nabami	5,110.00
	Durga with Laxmi Pratima	60,201.00		"	Subscription received for Picnic	74,800.00
	Decoration & Transportation & coolie	26,200.00				
	Pandel Decoration	1,30,000.00				
	Security Gurd for Durgapuja	3,500.00				
	Electricity and Electric Decoration	1,10,001.00				
	Cultural Expenses For Durga Puja	23,715.00				
	Purahit with food	19,200.00				
	Puja Materials & Other	43,361.00				
	Flower for Durga Puja	9,000.00				
	Puja related Expenses	954.00				
	Dhaki with Food	16,000.00				
	Expenses for Astami and Nabomi food	2,04,250.00				
	Tea and snacks for evening and during puja	19,022.00				
	Durga Pratima Immersion	5,200.00				
	Bijoya Sammilani	25,690.00				
	Legal Expenses	800.00				
	Fire Permission	3,500.00				
	Travelling & Conveyance	4,200.00				
	Printing & Stationary	5,872.00				
	Laxmi Puja Expenses	8,436.00	7,19,102.00			
"	**Block Picnic Expenses**					
	Food-Prize	83,491.00				
	Rent for Place	20,000.00				
	Transport	10,000.00	1,13,491.00			
"	**Other Puja & Dol Utsav Celebration Expenses**					
	Saraswati Puja Bhog and community lunch with Immersion	56,902.00				
	Dol Utsav	16,585.00				
	Independence Day & Khuti Puja Expenses	7,331.00	80,818.00			
"	**Other Expenses**					
	Misc.(Cleaning etc.).Lock & Voucher	914.00				
	Electric Connection	3,000.00				
	Bank A/C keeping Charge	371.41				
	Electricity charge for Feb & March 2025	806.00				
	Electric Kettle & Tea pot	607.00				
	Printing of Puja Souvenir	18,600.00				
	Chair & Table	7,900.00	32,198.41			
To	**Surplus [Excess of Income over expenditure]**		1,94,098.98			
			12,05,541.00			12,05,541.00

In Terms of our report of even date attached herewith.
For S. C. SEN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 312151E

S. C. SEN & ASSOCIATES
CA
INDIA
FRN:312151E
KOLKATA
CHARTERED ACCOUNTANTS

DIPANKAR ROY
Partner
Membership No. 067379
Place : Kolkata.
Date : 24/04/2025
UDIN : 25067379BMLEVA7163

For New Town AL Block Residents' Cultural Association

Mrs. Chitrani Bhattacharyya
President

Mr. Subhradeep Chakrabory
Secretary

Bratindra Nath Banerjee
Treasurer

New Town AL Block Residents' Cultural Association

[Registration No. - S0027857]
New Town, Action Area-1, Kolkata-700156, West Bengal, India

Balance Sheet as on 31st March 2025

Liabilities	Amount [Rs.]	Amount [Rs.]	Assets	Amount [Rs.]	Amount [Rs.]
CAPITAL FUND			**FIXED ASSETS**		
Opening Balance	80,162.61		Fan	6,300.00	
Add : Surplus [Excess of Income over expenditure]	1,94,098.98	2,74,261.59	Electrical Fittings	12,413.00	18,713.00
LOAN FUND		-	**INVESTMENTS**		-
CURRENT LIABILITIES			**CURRENT ASSETS, LOANS**		
& PROVISIONS			**& ADVANCES**		
[a] Current Liabilities			**[a] Current Assets**		
Sundry Creditors			**Construction of Temporary Community Hall**		
Donation Collection for Temporary Community Hall		2,23,335.00	(Work in Progress)		
Op. Membership	70,000.00		Cost of Materials	2,37,665.00	
Add: Received from 01.07.2024 to 31.03.2025	12,000.00	82,000.00	Cost of Labour	52,000.00	2,89,665.00
(The Number of Registered members were 164)			Cash in Hand		67.00
[b] Provisions			[As certified by the Management]		
Audit Fees for F.Y 2024-25		2,500.00	**Cash at Bank**		
			State Bank of India		
			[A/c 00000043260342856]		2,55,372.59
			[b] Loans & Advances		
			Advance to WBSEDCL	10,358.00	
			Electric Security	7,921.00	18,279.00
		5,82,096.59			5,82,096.59

In Terms of our report of even date attached herewith.
For S. C. SEN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 312151E

DIPANKAR ROY
Partner
Membership No. 067379
Place : Kolkata
Date : 24/04/2025
UDIN : 25067379BMLEVA7163

For New Town AL Block Residents' Cultural Association

Mrs. Chitrani Bhattacharyya
President

Mr. Subhradeep Chakrabory
Secretary

Bratindra Nath Banerjee
Treasurer

De Exotic Interio

Inspires your dream

Sanjiv Deb

9830115939

@sanjivinteriors

sanjivdeb@gmail.com

50, Patal Danga St, Kol-9

Special Offer:

Kitchen @ 45,000/-
2 BHK Flat @ 1,69,000/-

Our Servies:

Designing
Construction
Renovation
Maintaince
Redesigning
Full Interior Execution

Why Choose De Exotic Interio:

Creative Design
Full Space Utilization
Great Guarantee
Fast Execution

DIKSHA®
THE RIGHT EDUCATION
BUILDING BASES PREPARING FUTURE

ADMISSION OPEN 2026-2027

HOWRAH 9674571623

LILUAH 9830386504

ONE STOP SOLUTION FOR ALL SUBJECTS

Diksha.therighteducation AskDiksha